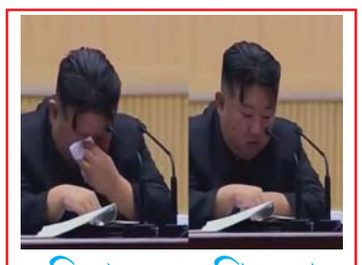

মহিলাদের বেশি সন্তান নিতে আহ্বান জানিয়ে কাঁদলেন কিম

সারে-জমিন

বাবরি ধ্বংসের প্রতিবাদে মিছিল কলকাতায়

রূপসী বাংলা

চার রাজ্যে পরাজয় কংগ্রেসের হার নাকি শুধুমাত্র রাহুলের?

সম্পাদকীয়

একজন মুসলিমের যে ১০টি কাজ করতে মানা

দাওয়াত

'টাইম'-এর বর্ষসেরা অ্যাথলেট মেসি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৭ ডিসেম্বর, ২০২৩
২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২২ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 329 ■ Daily APONZONE ■ 7 December 2023 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ভারত গোমূত্রের দেশ নয়, গোমাতার দেশ: হিমন্ত

আপনজন ডেস্ক: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুধবার বলেছেন, ভারত একটি 'গোমাতা' দেশ এবং এ নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই।

মঙ্গলবার সংসদে ডিএমকে সাংসদ ডিএনভি সেন্থিল কুমারের বিতর্কিত মন্তব্য রে বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে হিমন্ত শর্মা এ কথা বলেন, যেখানে তিনি ক্ষমতাসীন বিজেপিকে আক্রমণ করার সময় হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলির বর্ণনা দিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন। এই মন্তব্যের জন্য বিজেপি এবং ডিএমকে-র মিত্র কংগ্রেস তাৎক্ষণিক নিন্দা করেছে এবং তিনি তার মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

স্পিকার ওম বিড়লা এই মন্তব্য খারিজ করে দেন।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, তার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, ভবিষ্যতে গো-মাতার দেশ হোক, গো-মূত্রর দেশ নয়। তাতে সমস্যাটা কী? নিজেদেরকে গোমাতা দেশ বলা গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, 'কেউ যদি দেশকে গোমাতা প্রদেশ বলে, তাহলে এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? আমরা একটি গোমাতার দেশ, এটা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। একে গো-মূত্রের দেশ বলা অপমানজনক। তার (সেন্থিল কুমার) উচিত ছিল গোমাতা প্রদেশ বলা।

বিজেপি দেশের সবচেয়ে বড় পকেটমার: মমতা

মমতা ঠুমকা নেচেছেন, গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বিজেপিকে দেশের সবচেয়ে বড় পকেটমার এবং নির্বাচনের আগে ভোটারদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য সমালোচনা করেছেন।

উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মমতা বলেন, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি বিজেপির জন্য 'রাজনৈতিক খাবার' পেতে বারবার রাজ্যে আসে। তিনি বলেন, "তারা (বিজেপি) দেশের সবচেয়ে বড় পকেটমার এবং এর কারণে জনগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা, তারপর নোট বাতিল, তারপর মহামারী চলাকালীন বিনামূল্যে রেশন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া। তারা নির্বাচনের আগে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়। তিনি বলেন, আমরা (তৃণমূল) তাদের থেকে আলাদা। বিপুল সংখ্যক ভুয়ো জব কার্ড মুছে ফেলার পরেও উত্তরপ্রদেশ তহবিল পাচ্ছে উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্ময় প্রকাশ করেন, কেন্দ্র কেন পশ্চিমবঙ্গকে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের বকেয়া অর্থ বিতরণ করছে না।

পশ্চিমবঙ্গের পাওনা আদায়ের জন্য নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করার জন্য গিরিরাজ সিংয়ের পরামর্শের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি ইতিমধ্যে তিনবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং আরেকটি সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছেন। অন্যদিকে, সংসদের বাইরে গিরিরাজ সিংকে ইন্ডিয়া জোটের

বৈঠক নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী উৎসব করছেন, ঠুমকা লাগাচ্ছেন, এটা উচিত নয়।। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের অংশ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাচছেন বলে উল্লেখ করা হলে তিনি আরও বলেন, ফিল্ম উৎসবে নাচের কি প্রয়োজন আছে?

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (কেআইএফএফ) ২৯তম আসরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাচ নিয়ে মন্তব্য করায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠানে সালমান খান, সোনাক্ষী সিনহা, মহেশ ভাট, অনিল কাপুর, শত্রুঘ্ন সিনহা সহ আরও অনেকে মঞ্চে নেচেছিলেন। তাতে সঙ্গত দিয়েছিলেন মমতাও।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, "এটা স্পষ্ট যে বিজেপি নেতাদের পক্ষে ক্ষমতায় থাকা কোনও মহিলাকে তাদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন। লিঙ্গ বৈষম্যে ডুবে থাকা তাদের প্রাচীন মানসিকতা স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে।

গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, 'মিস্টার সিং, আমি কি শুধু আপনাকে বলতে পারি, বাংলায় আমাদের উৎসব পালনের কারণ হল, আপনি এবং বিজেপি প্রতিদিন যে নারীবিদ্বেষ ও পিতৃতন্ত্র চর্চা করেন তা আমাদের সহ্য করতে হয় না। গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রীর সমালোচনা করে তিনি বলেন, এমজিএনআরইজিএ প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় তাঁর মন্ত্রক যে অর্থ বকেয়া রয়েছে, তা আটকে রাখাই আসলে 'ঠুমকা'। আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেখাবেন, কী উচিত আর কী উচিত নয়?

তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র সুস্মিতা দেব বলেন, গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্য বিজেপির লজ্জাজনক ও নারীবিদ্বেষী মানসিকতার প্রতিফলন।

তিরাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূল নেতা শশী পাঁজা বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যে দলের নেতারা 'ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন'। ডা. শশী পাঁজা বলেন, আমরা এমন নির্বাচিত বিজেপি সাংসদদের চিনি, যাঁদের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগ তুলেছেন দেশের অলিম্পিয়ানরা। তাঁরা কি বিচার পেলেন? ২০২২ সালের ১৫ অগাস্ট সকালে তারা নারীর ক্ষমতায়নের জয়গান গাইছিল। আর সেই একই দিন সন্ধ্যায় বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্ত করে তারা নারীর ক্ষমতা কেড়ে নিল।

তিনি বলেন, 'আমরা বিজেপিকে জিজ্ঞেস করব, একজন নারীকে অসম্মান করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? গিরিরাজ সিং একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যিনি দায়িত্বের পদে অধিষ্ঠিত। তিনি যেভাবে এই ধরনের ঠুমকার কথা বলেছেন, এমনকি যদি তিনি ক্ষমাও চান, তবে এটি খুব কম।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ফিল্ম উৎসবের মঞ্চে, অরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠে উৎসবের থিম সঙ্গীত বেজে উঠতেই সলমন খান, মহেশ ভাট, সোনাক্ষী সিনহারা নাচতে শুরু করেছিলেন। তাদের সঙ্গে পা মেলান খোদ মুখ্যমন্ত্রীও।

সেলিব্রিটিদের সঙ্গে নাচের বিষয়ে এদিন উত্তরবঙ্গে যাওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি নাচতে জানেন না। অনুষ্ঠানের সময় একটু পা মিলিয়েছি মাত্র। তিনি বলেন, আমি নাচতে জানি না, আমি আদিবাসীদের সমর্থন করার জন্য তাদের সঙ্গে নাচি। তারা (বলিউড সেলিব্রিটিরা) আমার হাত টেনে আমাকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেছিলেন। তাই আমি নাচতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা বলিউডকে সম্মান করি বলেই পা মিলিয়েছিলাম। অন্য কিছু নয়।

সোনিয়া গান্ধি প্রধানমন্ত্রী করতে চাননি প্রণবকে, জানালেন কন্যা শর্মিষ্ঠা

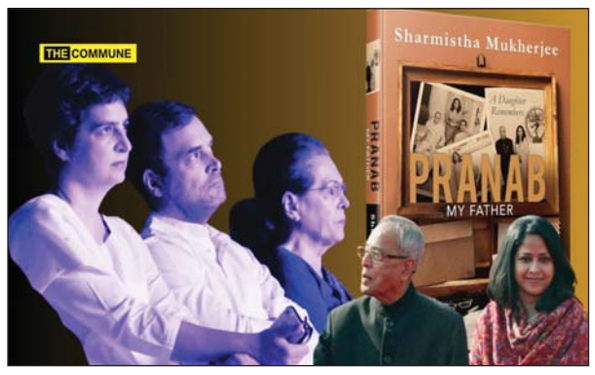

আপনজন ডেস্ক: 'না তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রী করবেন না'– ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জয় পাওয়ার পর মেয়ে শর্মিষ্ঠা মুখার্জির এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস নেতা ও পরে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখার্জি। বাবা প্রণব মুখার্জিকে শর্মিষ্ঠা সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নতুন সরকার গঠন হলে তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? জবাবে তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর প্রসঙ্গ টেনে তাকে এ কথা বলেছিলেন প্রণব মুখার্জি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লড়াই থেকে সোনিয়া গান্ধী নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর যখন গুঞ্জন শুরু হয় তাহলে কে হতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী–সেই সময়ে প্রণব মুখার্জিকে এই প্রশ্ন করেন শর্মিষ্ঠা। শর্মিষ্ঠা মুখার্জি বাবা প্রণব মুখার্জির স্মৃতিচারণ করে একটি বই লিখেছেন। তাঁর 'ইন প্রণব, মাই ফাদার: আ ডটার্স রিমেমবার্স' নামে বইটি প্রকাশের অপেক্ষায়। সেখানে উঠে এসেছে এসব তথ্য।

শর্মিষ্ঠা এক সময় কংগ্রেসের মুখপাত্র ছিলেন। ২০২১ সালে রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা দেন তিনি। প্রকাশিতব্য এই বইয়ে তিনি বাবা প্রণব মুখার্জির বৈচিত্র্যময় জীবনের অংশবিশেষ তুলে ধরেছেন। শর্মিষ্ঠার কথায়, প্রধানমন্ত্রী না করায় সোনিয়া গান্ধীর প্রতি কোনো ক্ষোভ ছিল না তার বাবার। আর তখন প্রধানমন্ত্রী হওয়া মনমোহন সিংকে নিয়েও প্রণব মুখার্জির বিদ্বেষ ছিল না বলেও জানাচ্ছেন। প্রণব মুখার্জি তখন ডায়রিতে কী লিখেছিলেন, সেসব বইয়ে তুলে ধরেছেন শর্মিষ্ঠা। বইটি অনুযায়ী ২০০৪ সালের ১৭ মে প্রণব মুখার্জি তার ডায়রিতে লিখেছেন, 'সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেন সোনিয়া গান্ধী। বিজেপির বিদ্বেষমূলক প্রচার। আমি, মনমোহন, অর্জুন, আহমেদ প্যাটেল ও গুলাম নবী আজাদকে ডেকেছিলেন। এতে আমরা অবাক হয়েছিলাম।' এরপরে ১৮ মে প্রণব মুখার্জি ডায়রিতে লেখেন, 'সোনিয়া গান্ধি তার সিদ্ধান্তে অনড়। দেশব্যাপী উৎকণ্ঠা। মিত্ররাও বিস্মিত। আবেগাপ্লুত কংগ্রেসের সংসদীয় দলের (সিপিপি) বৈঠক। আগের সিদ্ধান্ত আবার বিবেচনা করার জন্য (সোনিয়া গান্ধী) অনুরোধ। মধ্যরাত একটা পর্যন্ত কাজ করছি।'

একই বছরের ১৯ মে ডায়রিতে প্রণবকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা যায়। প্রণব লিখেছেন, 'সমস্যার সমাধান হয়েছে। মনমোহন সিং হতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। মনমোহন ও সোনিয়া জি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। প্রেসিডেন্ট মনমোহনকে সরকার গঠনের অনুমতি দিয়েছেন।'

এর আগে প্রণব মুখার্জির ডায়রিতে রাহুল গান্ধীর ব্যাপারেও কিছু কিছু লেখা পাওয়া যায়। ২০০৯ সালের ২৯ জানুয়ারি তিনি কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির (সিডব্লিউসি) বৈঠকের আলোচনা নিয়ে লিখেছেন। সেই বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল একই বছরের আসন্ন লোকসভার নির্বাচন। রাহুল গান্ধী মাঝে মধ্যে দেখা করতে যেত বলে ডায়রিতে লিখেছেন প্রণব। শর্মিষ্ঠার ভাষ্য, রাহুল গান্ধিকে 'খুবই বিনয়ী' ও 'কৌতূহলী' মনে করতেন প্রণব। কিন্তু তাঁর মত ছিল, 'রাহুলের মধ্যে এখনো রাজনৈতিক পরিপক্কতা আসেনি'। রাষ্ট্রপতি ভবনে দেখা করতে গেলে প্রণব রাহুলকে মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিতেন, যাতে তিনি সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান। শর্মিষ্ঠা লিখেছেন, 'রাহুল যে এ পরামর্শ কানে তোলেননি আমরা সবাই সেটা জানি।'

২০১৩ সালের ২৫ মার্চ রাহুল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন উল্লেখ করে প্রণব লিখেছেন, 'বহু বিষয় নিয়ে রাহুল আগ্রহী। কিন্তু খুবই দ্রুত সে একটা বিষয় ছেড়ে আরেকটা বিষয়ে চলে যায়। আমি জানি না সে আসলে কতটা শোনে ও সে কথা বা পরামর্শ নিজের মধ্যে ধারণের চেষ্টা করে।'

হজযাত্রা নিয়ে স্মৃতি ইরানির বৈঠক সৌদির মন্ত্রীর সঙ্গে

আপনজন ডেস্ক:কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকের জন্য, বিশেষত মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য হজযাত্রীদের জন্য হজ প্রক্রিয়ার উন্নতি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সম্প্রতি সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী তৌফিক বিন ফাওজান আল-রাবিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি এ কথা বলেন। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, "সর্বোত্তম পরিষেবা সরবরাহের জন্য প্রযুক্তিকে একীভূত করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিতে ভারত অবিচল রয়েছে। তিনি হজে ভারতীয় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সৌদি আরবের সমর্থন কামনা করেন, বিশেষ করে 'লেডি উইদাউট মাহরাম' ক্যাটাগরিতে। সৌদি মন্ত্রী তৌফিক বিন ফাওজান আল-রাবিয়া ওমরাহর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। তিনি নতুন ভিসা প্রক্রিয়ার কথাও উল্লেখ করেন, যাতে দ্রুত প্রবেশ করা যায় এবং ভারতীয়দের বিভিন্ন ভিসার অধীনে ওমরাহ পালনের সুযোগ দেওয়া হয়। বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরন হজ ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য সৌদি আরবকে ধন্যবাদ জানান।

বিদ্বেষ ভাষণ ৩১% বৃদ্ধি, শীর্ষে সেই উত্তরপ্রদেশ

আপনজন ডেস্ক: এনসিআরবি জানিয়েছে, ২০২২ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারায় ১,৫০০ টিরও বেশি মামলা দায়ের করা হয়েছে বিদ্বেষ ভাষণের বিরুদ্ধে , যা ২০২১ সালের তুলনায় ৩১.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত বছর এই ১,৫২৩টি মামলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১,৫২৩টি বিদ্বেষ ভাষণের মামলা দায়ের হয়েছিল উত্তরপ্রদেশে (২১৭টি), রাজস্থানে (১৯১টি), মহারাষ্ট্রে (১৭৮টি), তামিলনাড়ুতে (১৪৬টি), তেলেঙ্গানায় (১১৯টি), অন্ধ্রপ্রদেশে (১০৯টি) এবং মধ্যপ্রদেশে (১০৮টি)।

এনসিআরবি যা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে, সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলথেকে অপরাধের তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যার পরিসংখ্যান প্রতি বছর তার প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। ২০২২ সালে নয়টি রাজ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারায় ১০০টিরও বেশি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে ২০২১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে এই ধরনের অপরাধ তিন ডিজিটে ছিল। তথ্য অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশ উভয়ই ২০২১ সালে ১০৮ টি আইপিসি ১৫৩ এ অপরাধের কথা জানিয়েছে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

দানবীর অ্যাকাডেমি

DANBIR ACADEMY

ভর্তি চলছে

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

9143076708 9734387558

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০/-
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩২৯ সংখ্যা, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২২ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

অধিক কথা না বলাই শ্রেয়

যাহারা সত্য জানেন, তাহাদের যদি সত্য বলিবার অবস্থা বা পরিবেশ না থাকে, তাহা হইলে অধিক কথা না বলাই শ্রেয়। তাহারা এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্প হইতে শিক্ষা লইতে পারেন। এই গল্পে হৈমন্তীর কোনো-এক দিদিমা শাশুড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।' হৈমন্তী বলিল, 'সতেরো।' সেইকালে কনের বয়স সতেরো বছর হওয়াটা মানে সেই কনে আইবুড়ো। সেই কারণে অন্যদের নিকট হৈমন্তীর বয়স লুকাইতে তাহার শাশুড়ি বলিলেন, 'তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো!' হৈম চমকিয়া কহিল, 'বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।' ইহা লইয়া বিস্তর ঝামেলা হইল। অতঃপর হৈমন্তীর বাবা আসিলে তাহার নিকট প্রশ্ন করিল, 'কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব?' হৈমন্তীর বাবা বলিলেন, 'মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো–আমি জানি না...।' এইখানে হৈমন্তীর 'বয়স' হইল 'নির্বাচন'–যাহা লইয়া সত্য উচ্চারণ করাটা তৃতীয় বিশ্বে সম্ভব নহে। আর সত্য উচ্চারণ করা সম্ভব নহে বিধায় হৈমন্তীর বাবার উপদেশ মতো বলিতে হয়–মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, কথা বরং কম বলা ভালো। যেই সত্য আড়াল করিতে হইবে, সেই প্রসঙ্গে কথা বলাটাই বিপজ্জনক। কারণ, সুরা আল-বাকারায় ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে–'তোমরা সত্যকে মিথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।' দুঃখের বিষয় হইল, নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রায়শই সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত করা হইতেছে এবং অনেকেই জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিতেছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দশকের পর দশক ধরিয়া বেশ গালভরা একটি বুলি আওড়ানো হয় যে, 'নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হইবে।' কিন্তু বাস্তবতা হইল, নির্বাচনে কত ধরনের সহিংসতা হইতে পারে, তাহার যেন নূতন নূতন দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে বহু দশক ধরিয়া। কিছুদিন পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছিল, প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়ির বহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল–'যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।' স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তোলা যায়–এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত?

সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনকে যখন বলা হয়, 'সুষ্ঠু নির্বাচন' হইয়াছে–তখন উহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কী? এই চিত্র নূতন নহে–দশকের পর দশক ধরিয়া হইয়া আসিতেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। এই সকল দেশে কী ধরনের নির্বাচন হয়, তাহা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না হইলেও যাহারা স্থানীয় পর্যায়ে চোখ-কান খোলা রাখেন, যাহারা ভোটের সহিত যুক্ত কিংবা যাহারা বিভিন্ন দলের কর্মী–তাহারা সকলেই জানেন দশকের পর দশক ধরিয়া কী ধরনের এবং কেমনতর 'সুষ্ঠু নির্বাচন' হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত যখন আবেগের আতিশয্যে বলা হয়, অমুকের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী, তমুকের জনপ্রিয়তার গভীরতা হার মানাইবে বঙ্গোপসাগরকেও, তখন তাহাদের কথা শুনিয়া ওয়াকিবহাল মহল মুখ টিপিয়া হাসিতে বাধ্য হন। কারণ, এই ধরনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা যাহারা বলেন তাহারা কখনো সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেন নাই বিধায় মনের মাধুরি মিশাইয়া কল্পবিলাসী কবির মতো নিজের লিডারকে অস্বাভাবিক বিশেষণে ভূষিত করিতে লজ্জা পান না।

অতএব এই সকল দেশে সঠিক নির্বাচনের কথা বলা উচিত নহে। এই বিষয়ে কথা না বলাই উত্তম। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের' কথা শুনিলেই অনেকের মনে ঢাকাইয়া কুট্টিদের কথাটি গুঞ্জরিত হয়–'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!' যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী?

• • • • • • • • • • • • •

পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে চারটিতে পরাজয় কংগ্রেসের হার নাকি শুধুমাত্র রাহুল গান্ধীর?/১

রাহুল গান্ধী এখন আর কংগ্রেসের সভাপতি নন, তবে দলটি গান্ধী পরিবারকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস তাদের সরকার হারিয়েছে এবং মধ্যপ্রদেশেও বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছে। মিজোরামে মাত্র একটি আসন পেয়েছে তারা। তবে তেলেঙ্গানায় কেসিআর বিআরএস-এর দলকে পরাজিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তারা। এখন প্রশ্ন উঠছে যে পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে চারটিতে পরাজয় গান্ধী পরিবারের হার নাকি শুধুমাত্র রাহুল গান্ধীর? লিখেছেন **মহম্মদ শাহীদ (বিবিসি সংবাদদাতা)।**

"আমি কংগ্রেসের সমস্যা বুঝতে পারি। বছরের পর বছর ধরে যে জিনিস ব্যর্থ হয়েছে, সেটাই আবার লঞ্চ করা হয়েছে। প্রতিবারই সেই চেষ্টা অসফল হয়েছে আর এখন তার ফলে যা হচ্ছে, তা হল তাদের প্রতি ভোটারদের ঘৃণাও সপ্তম স্বর্গে পৌঁছেছে," প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবের সময় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন গত ১০ই আগস্ট ।

আসলে এমনটা বলা হচ্ছে এই কারণে যে, রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিশেষ কিছু অর্জন করতে পারেনি দলটি। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে যেখানে হয় কংগ্রেস সরকারের পতন হয়েছে অথবা বিরোধী দে হিসাবে থাকলেও উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি।

এই তালিকায় উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্য রয়েছে যেখানে কংগ্রেসের কাছ থেকে ভাল ফল আশা করা হয়েছিল। কিন্তু কিন্তু রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী প্রচারণার পরেও তা হয়নি।

রাহুল গান্ধী এখন আর কংগ্রেসের সভাপতি নন, তবে দলটি গান্ধী পরিবারকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস তাদের সরকার হারিয়েছে এবং মধ্যপ্রদেশেও বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছে। মিজোরামে মাত্র একটি আসন পেয়েছে তারা। তবে তেলেঙ্গানায় কেসিআর বিআরএস-এর দলকে পরাজিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তারা। এখন প্রশ্ন উঠছে যে পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে চারটিতে পরাজয় গান্ধী পরিবারের হার নাকি শুধুমাত্র রাহুল গান্ধীর?

রাহুল গান্ধীর জন্য কত বড় পরাজয়?

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানায় বিজেপির প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামনে ছিলেন আর রাজ্যগুলির নেতা এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা ছিলেন পেছনে।

অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রচারের ক্ষেত্রে রাজ্য নেতারা কিন্তু সামনে ছিলেন এবং রাহুল গান্ধী পিছনের আসনে ছিলেন। রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচার কিছুটা কম হলেও তেলেঙ্গানায় কিন্তু তিনি অনেকটাই প্রচার করেছিলেন।

তেলেঙ্গানা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে তাঁর দেওয়া স্লোগান খুব জোর দিয়ে ব্যবহার করা হয়নি। যদি ছত্তিশগড়ের কথাই বলা যায়, তাহলে ভূপেশ বাঘেল সেখানে তাঁর সরকারের অর্জনগুলোকে তুলে ধরেছিলেন। একইভাবে রাজস্থানে নির্বাচনের বিষয়ে অগ্রণী ভুমিকা নিয়েছিলেন অশোক গেহলট।

আর মধ্যপ্রদেশের কথা বলতে গেলে, সেখানে নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কমলনাথ। অন্যদিকে, তেলেঙ্গানার নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল রেবন্ত রেড্ডির কাঁধে।

একইভাবে দেখা যায়, বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় কংগ্রেসের বিভিন্ন মুখ ছিল। তাই এই পরাজয়ের জন্য কি শুধুমাত্র এককভাবে রাহুল গান্ধীকে দায়ী করা ঠিক?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিকের মতে, কংগ্রেস যদি হেরে যায়, তার মানে মানুষ দলটির নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখছে না এবং নেতৃত্ব মানেই কিন্তু গান্ধী পরিবার।

তিনি সহজ ভাষায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, নির্বাচনের সময় রাজ্য ও কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতারা সমান ভাবে প্রচার করছিলেন। তাই এটা বাঘেল, গেহলট ও কমলনাথেরও পরাজয়। একই ভাবে, কেন্দ্রীয় স্তরে এটা গান্ধী পরিবার ও রাহুল গান্ধীর পরাজয়।

প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক নীরজা চৌধুরি বলছেন, এই বিধানসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধীর মুখ সেভাবে সামনে আনা হয়নি এবং তাঁকে নিয়ে তেমন আকর্ষণও ছিল না। তাঁর কথায়, "সব রাজ্যেই সেখানকার স্থানীয় নেতারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন।

ছত্তিশগড়ে অনেকেই আমাকে জানিয়েছিলেন, তাঁরা তাদের প্রার্থীর উপর ক্ষুব্ধ কিন্তু বাঘেলের নেতৃত্বের কারণে তারা কংগ্রেসকে ভোট দেবেন। আর ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের বিষয়ে স্পষ্ট বলেছিলেন যে কংগ্রেস যদি নির্বাচনে জয়ী হয় তবে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন।"

"রাজস্থানে মানুষ গেহলটকে নিয়ে কথা বলত, রাহুল গান্ধীকে নিয়ে কখনও কথা বলত না। রাহুল তার বেশিরভাগ নির্বাচনী সমাবেশ তেলেঙ্গানায় করেছিলেন। তাই রাহুল গান্ধী নয়, বরং এটি রাজ্য নেতাদের পরাজয়। কারণ ওই রাজ্যগুলির নির্বাচনের বিষয়ে রাহুল সেভাবে সামনের আসনে ছিলেন না," মি চৌধুরী বলেন। প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক রশিদ কিদওয়াই, যিনি কংগ্রেসকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছেন, তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি এমন একটি আখ্যান তৈরি করে এসেছে যেটা দেখে মনে হয় জয়ীর শিরোপা যেন শুধুমাত্র দলের বড় নেতাদের মাথাতেই পরানো হয়।

তিনি বলেন, কংগ্রেস এবারের বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যের নেতাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল এবং রাহুল গান্ধী-প্রিয়াঙ্কা গান্ধী শুধু প্রচার করেছেন, এই কারণে আমি মনে করি এই নির্বাচনটি রাহুল গান্ধীকে ঘিরে ছিল না।

'ভারত জোড়ো যাত্রা' র প্রভাব কতটা ছিল?

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী গত বছরের সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারী থেকে 'ভারত জোড়ো' যাত্রা শুরু করেছিলেন। প্রায় চার হাজার কিলোমিটার জোড়া এই ১৩৭ দিনের সফরে তিনি দক্ষিণ থেকে উত্তর ভারত যান।

এই সফরটি ছিল তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক হয়ে তেলেঙ্গানার মধ্য দিয়ে। কংগ্রেস কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনেও জিতেছে এবং এই জয়ের কৃতিত্ব রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রাকেও দেওয়া হয়েছে।

তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস জিতেছে। তবে ভারত জোড়ো যাত্রা মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মধ্য দিয়েও গেছে, সেখানে কিন্তু কংগ্রেসের ফল ভাল হয়নি।

'ভারত জোড়ো যাত্রা' কি উত্তর ভারতে কোনও প্রভাব হয়েছে বলে মনে হচ্ছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নীরজা চৌধুরী বলেন, ''ভারত জোড়ো যাত্রার ফলে রাহুল গান্ধীর ভাবমূর্তি পাল্টে গেছে এবং মানুষ তাঁকে গুরুত্বসহকারে দেখে এবং বিশ্বাস করে যে তিনি সৎ। কিন্তু তাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো বলে মনে করেন না।''

মি চৌধুরীর কথায়, ''যদি তরুণ প্রজন্মদের জিজ্ঞেস করা হয় যে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য নরেন্দ্র মোদীকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন কিনা, তাহলে দেখা যাবে তাঁরা সেই প্রশ্ন শুনে হাসছেন। তাঁরা (নবীন প্রজন্ম) ভারত জোড়ো যাত্রার প্রশংসা করলেও রাহুলকে কিন্তু যোগ্য নেতা হিসাবে দেখেন না।''

এর পাশাপাশি নীরজা চৌধুরী বলছেন, ভারত জোড়ো যাত্রার সাফল্যকেও দলের পক্ষ থেকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানায় স্থানীয় নেতাদের কারণেই কংগ্রেস জিতেছে।

আগামীকাল সমাপ্ত..

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানায় বিজেপির প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামনে ছিলেন আর রাজ্যগুলির নেতা এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা ছিলেন পেছনে। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রচারের ক্ষেত্রে রাজ্য নেতারা কিন্তু সামনে ছিলেন এবং রাহুল গান্ধী পিছনের আসনে ছিলেন। রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচার কিছুটা কম হলেও তেলেঙ্গানায় কিন্তু তিনি অনেকটাই প্রচার করেছিলেন। তেলেঙ্গানা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে তাঁর দেওয়া স্লোগান খুব জোর দিয়ে ব্যবহার করা হয়নি। যদি ছত্তিশগড়ের কথাই বলা যায়, তাহলে ভূপেশ বাঘেল সেখানে তাঁর সরকারের অর্জনগুলোকে তুলে ধরেছিলেন। একইভাবে রাজস্থানে নির্বাচনের বিষয়ে অগ্রণী ভুমিকা নিয়েছিলেন অশোক গেহলট।

মায়ানমারের জান্তা কি ফিরিয়ে আনছে কুখ্যাত সেই 'ফোর কাটস'

নাই আউ মোন ম্যাগি কাদরানি

মায়ানমারের সেনাবাহিনী যে মুহূর্তে দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য লড়াই চালাচ্ছে, সে মুহূর্তে সেখানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (কেএনএলএ) এবং পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেসের (পিডিএফএস) যৌথ বাহিনী ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন করছে। দেশটির জান্তা সরকারের দমন-পীড়ন ও চিরকাল ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টার ফল হিসেবে সাধারণ মানুষ ফুঁসে উঠেছে এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পক্ষ ত্যাগের প্রবণতা বেড়েছে। এতে দেশটির সীমান্তবর্তী এলাকায় সশস্ত্র বিদ্রোহীরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে মায়ানমারের বিভিন্ন এলাকা এখন জান্তা সরকারের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এবং সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে পাল্টা হামলার ঘটনা বেড়ে গেছে। এর ফলে জান্তা ক্রমবর্ধমানভাবে বিকারগ্রস্ত ও মরিয়া হয়ে উঠছে এবং তারা প্রচলিত যেসব সামরিক উপায়ে দমনাভিযান চালিয়ে থাকে, সেই কায়দায় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর পীড়ন ও নির্যাতন বাড়িয়ে দিয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং বিমান ও ভূমি থেকে হামলা চালানোর পাশাপাশি জান্তা সেনারা তাদের সেই পুরোনো কুখ্যাত 'চার পরিষেবা বিচ্ছিন্নকরণ কৌশল' (ফোর কাটস স্ট্র্যাটেজি) দেশটির এমন সব এলাকায় অবলম্বন করা শুরু করেছে, যেখানে এর আগে কখনোই সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়নি। সে রকম একটি রাজ্য হলো মোন রাজ্য। এটি দেশটির চতুর্থ বৃহত্তম রাজ্য। জান্তা সরকারের 'চার পরিষেবা বিচ্ছিন্নকরণ কৌশল' হলো কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকায় খাদ্য, অর্থ, তথ্য ও জনবল নিয়োগ–এই চারটি সুবিধা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। ষাটের দশকে মায়ানমারের সেনাবাহিনী কারেন রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি এবং কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়নের (এএনইউ) সঙ্গে লড়াই চালানোর সময় এই কৌশল অবলম্বন করেছিল। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করার সময় তারা রাখাইন রাজ্যেও ঠিক একই কৌশল নিয়েছিল।

এখন মোন রাজ্যে এই কৌশল অবলম্বন করছে সেনাবাহিনী। প্রতিরোধ আন্দোলনের সশস্ত্র যোদ্ধাদের যাতে স্থানীয় জনগণ সহায়তা না দিতে পারে, সে জন্যই এই ব্যবস্থা। মোন রাজ্যে কামানের গোলায় ঘরবাড়ি থেকে উপাসনালয়–সব ধরনের স্থাপনাকে সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত করেছে। যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত বাসিন্দাদের কাছে যাতে কোনো খাদ্য ও পানি সরবরাহ পৌঁছাতে না পারে, তা নিশ্চিত করছে তারা। ওই এলাকার মানুষের জমির ধান লুটে নেওয়ার জন্য তাদের এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করছে। এ ছাড়া সেনাবাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে সেখানকার খাদ্যের গুদাম তথা মজুত এবং সরকারি ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম নষ্ট করে ফেলছে। মোন রাজ্যের অবস্থা এখন খুবই সঙিন। সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থানের পর থেকেই পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস এবং কারেন আর্মড ফোর্সেস যৌথভাবে এই রাজ্যের কয়েকটি এলাকায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। এখানে জান্তা বাহিনী তাদের বেশ কটি অবস্থান হারিয়েছে। ফলে সেনাবাহিনী এখন বিমান থেকে নির্বিচার বেসামরিক লোকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সেনা হামলা থেকে বাঁচতে সেখানকার প্রায় ৩০ হাজার বাসিন্দা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

নিউ মোন স্টেট পার্টির (এনএমএসপি) একজন সাবেক সদস্য ও কাইকমায়াউ শহরতলির বাসিন্দা মানবাধিকার সংস্থা হারফোমকে বলেছেন, 'সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে "ফোর কাটস ক্যাম্পেইন" ব্যবহার করছে। এটি একটি ভয়ানক ব্যাপার।' হারফোমের একটি প্রামাণ্য নথি থেকে জানা যাচ্ছে, নভেম্বরের তিন সপ্তাহে জান্তা এবং বিপ্লবী সেনাদের লড়াই বেড়ে যায়। সেখানে নির্বিচার ধরপাকড় করার পাশাপাশি সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে পুরো এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট লাইনের পাশাপাশি ওয়াই-ফাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এ অবস্থায় বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোকে নিরাপত্তা, খাদ্য, আশ্রয় ও ওষুধ পেতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছোটাছুটি করে বেড়াতে হচ্ছে। গত ১৭ নভেম্বর থেকে পুরো মোন রাজ্যটি একটি ভুতুড়ে এলাকায় পরিণত হয়েছে। ফোন, ইন্টারনেট, ওয়াই-ফাই না থাকার কারণে বিপদগ্রস্ত লোকজন বাইরের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না।

যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় অনেক গ্রাম অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেখানে ত্রাণ পৌঁছানোও অসম্ভব করে তুলেছে জান্তা বাহিনী।

তবে আশার কথা হলো, মায়ানমারের মানুষ এক হতে শুরু করেছে।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

গাজায় সাড়ে ১৬ হাজার ছাড়াল নিহতের সংখ্যা

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় প্রায় দুই মাস ধরে চলা ইসরায়েলি হামলায় ১৫ হাজার ২৪৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত সাড়ে ৪৩ হাজার। রোববার ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসশাসিত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। গাজার জনসংযোগ বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১৬ হাজার ২৪৮ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৭ হাজার ১১২ জন শিশু এবং নারী ৪ হাজার ৮৮৫ জন। এ ছাড়া ইসরায়েলি হামলায় নিহত অন্তত ৪৩ হাজার ৬১৬ জন বলেও জানিয়েছে গাজার জনসংযোগ বিভাগ। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা প্রশাসনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ৭ হাজার ৬০০ জন এখনো নিখোঁজ।

মদ, মিষ্টি পানীয়ের ওপর বেশি কর চায় বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা

আপনজন ডেস্ক: সব দেশের করের হার পরীক্ষা করার পর বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা মঙ্গলবার জানিয়েছে, এই অস্বাস্থ্যকর পানীয়ের ওপর করের হার খুবই কম। কিছু ইউরোপীয় দেশে ওয়াইনের ওপর তো কোনো করই নেই। জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এসব পানীয়ের ওপর কর বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার হিসাব হলো, মদ্যপানের কারণে প্রতিবছর ২৬ লাখ মানুষ ও অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ৮০ লাখ মানুষ মারা যান। বেশি কর বসালে মানুষ এই সব খাদ্য ও পানীয় খাওয়া কমাবে। তাছাড়া স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া নিয়েও প্রচার করতে হবে, মানুষকে সচেতন করতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার হেলথ প্রমোশন ডিরেক্টর বলেছেন, 'অস্বাস্থ্যকর খাদ্য-পানীয়ের ওপর কর বসালে মানুষ স্বাস্থ্যকর খাবারের দিকে ঝুঁকবে। এর একটা ইতিবাচক প্রভাব সমাজে পড়ে। অসুখ কম হয়। সরকারের রাজস্ব বাড়ে। তা দিয়ে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়। অ্যালকোহলের ওপর বেশি কর বসালে সহিংসতা ও রাস্তায় দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমবে।'

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা জানিয়েছে, ১৯৪টি দেশের মধ্যে ১০৮টি দেশ চিনি দিয়ে মিষ্টি করা পানীয়ের ওপর কিছু কর বসিয়েছে। কিন্তু অনেকে আবার খাবার পানির ওপরেও কর বসিয়েছে, যা তারা একেবারেই অনুমোদন করেন না।

তাদের মতে, মদের একটা ন্যূনতম দাম ঠিক করে দিতে হবে ও কর বসাতে হবে। তাহলে মদ খাওয়া কমবে, মদের সঙ্গে জড়িত মৃত্যুর সংখ্যা কমবে, সহিংসতা ও ট্রাফিক সংক্রান্ত সমস্যা কমবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা খুব বেশি পান করেন, তাদের সস্তা মদ খাওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহকারি ডিজি জানিয়েছেন, যত দিন যাচ্ছে, ততই মানুষের মদ কিনে খাওয়ার সামর্থ বাড়ছে। এরজন্যই কর বসানো ও দাম নির্ধারণ করাটা খুবই জরুরি।

সৌদির কাছে ৫৮৩ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিল আমেরিকান সরকার

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে চলমান অস্থিতিশীলতার মধ্যেই সৌদি আরবের কাছে ৫৮৩ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, এই চুক্তির আওতায় সৌদিকে আরই-৩এ আকাশ নির্ভর নজরদারি ব্যবস্থা দেওয়া হবে। সৌদি আরব এছাড়াও বেশকিছু বিমান কেনার প্রস্তাবও দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। তাছাড়াও জিপিএস/আইএনএস নিরাপত্তা ব্যবস্থা চায় রিয়াদ। গোয়েন্দা নজরদারির সরঞ্জামাদিও যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিনতে চেয়েছিল দেশটি।

পেন্টাগন জানিয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের নজদারি ব্যবস্থার উন্নয়নে অংশীদার হচ্ছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের হুমকি মোকাবেলায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সৌদির পাশাপাশি বাইডেন প্রশাসন সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছেও ৮৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমতি দিয়েছে। এই চুক্তির আওতায় দেশটিকে রাডার সিস্টেম সরবরাহ করবে পেন্টাগন। তবে এখনো চুক্তিগুলোর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মার্কিন কংগ্রেসের সম্মতি লাগবে।

যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, তাদের এই অস্ত্র বিক্রি সৌদি ও আমিরাতের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও উচ্চমূল্যের বেসামরিক সম্পদকে রকেট ও আর্টিলারি হামলা থেকে সুরক্ষা দেবে। পাশাপাশি বেনামি আকাশযানের হামলা থেকেও রাখবে সুরক্ষিত। পেন্টাগন বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যে আমিরাত যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার।

কিউবার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে এফবিআইয়ের জালে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

আপনজন ডেস্ক: বলিভিয়ায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এক সাবেক মার্কিন কূটনীতিকের বিরুদ্ধে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কিউবান সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। ৭৩ বছর বয়সী ভিক্টর ম্যানুয়েল রোচা ১৯৮১ সাল থেকে কিউবাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতে সহায়তা করছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। রোচা যুক্তরাষ্ট্রকে 'শত্রু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং আদালতের নথিপত্র অনুসারে। তিনি দাবি করেছেন, গোপন এজেন্ট হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে তিনি 'বিপ্লবকে শক্তিশালী' করেছেন। তার পক্ষে মন্তব্য করার জন্য তার কোনো আইনজীবী আছেন কিনা তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। মার্কিন বিচার বিভাগের দেয়া তথ্য অনুসারে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এক গোপন অভিযানের পর গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি থেকে গ্রেফতার হন সাবেক এই কূটনীতিক। অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড বলেছেন, 'রোচার বিরুদ্ধে এই মামলা মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিদেশী এজেন্টের সর্বোচ্চ ও দীর্ঘস্থায়ী অনুপ্রবেশের একটি চিত্র প্রকাশ করেছে।' মেরিক গারল্যান্ড বলেন, 'এ পর্যন্ত ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভিক্টর ম্যানুয়েল রোচা কিউবান সরকারের একজন এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে নিজের এমন এক অবস্থান খুঁজেছেন ও অর্জন করেছেন যা তাকে গোপন তথ্যের অ্যাক্সেস দিয়েছে, এবং মার্কিন পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করার সুযোগ দিয়েছে'। কলম্বিয়ায় জন্ম নেয়া রোচা নিউ ইয়র্ক সিটিতে বেড়ে উঠেছেন এবং ইয়েল, হার্ভার্ড এবং জর্জটাউন থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

তিনি ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বলিভিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আইনজীবীদের মতে, তিনি ২৫ বছর ধরে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদসহ বিভিন্ন সরকারি পদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কাজ করেছেন।

বলিভিয়া ছাড়াও তিনি আর্জেন্টিনা, হন্ডুরাস, মেক্সিকো এবং ডোমিনিকান রিপাবলিকানেও তিনি কাজ করেছেন। আজ থেকে ৬০ বছর আগে ফিদেল কাস্ত্রো কিউবা থেকে মার্কিন-সমর্থিত সরকারকে উৎখাত করার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবার মধ্যে সম্পর্ক ঘোলাটে হয়ে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬০-এর দশকে কিউবার বিরুদ্ধে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রো ২০১৫ সালে দুই দেশের এই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পরে সেসব পদক্ষেপের অনেকগুলোকে উল্টো পথে নিয়ে যান।

সোমবার আদালতের নথিতে অভিযোগ করা হয় যে রোচা কিউবায় বেশ কয়েকবার সফর করেছেন।

যেখানে তিনি ১৯৮১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কিউবান কর্মকর্তাদের স্বার্থকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছেন।

রোচা যে পরিমাণ তথ্য শেয়ার করেছেন, তা এসব নথিপত্রে খুব বেশি উল্লেখ করা না হলেও, এফবিআই-এর গোপন অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

২০২২ সালের নভেম্বরে এক ছদ্মবেশী এফবিআই এজেন্ট রোচার সাথে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন।

ওই এজেন্ট নিজেকে কিউবান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের একজন প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। যিনি হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা প্রদান করেন এবং তিনি সেখানে নিজেকে 'হাভানায় তার বন্ধুদের একজন' বলে নিজেকে পরিচয় দেন। এমনটাই চার্জিং নথিতে উল্লেখ করা হয়।

কাসেম সুলাইমানি হত্যার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ বিলিয়ন ডলার দাবি ইরানের

আপনজন ডেস্ক: ইরান তার শীর্ষ জেনারেল কাসেম সোলেইমানিকে হত্যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ৫০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। প্রায় চার বছর আগে এই জেনারেলকে ড্রোন হামলার মাধ্যমে হত্যা করা হয়। দেশটির বিচার বিভাগ বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছে। খবর এএফপির।

তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাগদাদ বিমানবন্দরের কাছে একটি ড্রোন হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে জেনারেল কাসেম সোলেইমানি (৬২) ও ইরাকি লেফটেন্যান্ট আবু মাহদি আল-মুহান্দিস ৩ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখে নিহত হন।

কয়েকদিন পরে ইরান ইরাকের ঘাঁটিতে আমেরিকান ও অন্যান্য জোটের সেনাদের বাসস্থানে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে প্রতিশোধ নেয়। তবে হামলায় কোন মার্কিন কর্মী নিহত হয়নি। কিন্তু ওয়াশিংটন বলেছে, ডজন ডজন সেনা মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে মানসিক সমস্যায় ভুগছে। ইরানের বিচার বিভাগের বার্তা সংস্থা মিজান জানিয়েছে, তেহরানের একটি আদালত ৩ হাজার ৩০০ জনের বেশি ইরানিদের দায়ের করা মামলার পরে বস্তুগত, নৈতিক ও শাস্তিমূলক ক্ষতি হিসেবে মার্কিন সরকারকে ৪৯ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার জরিমানা প্রদানের শাস্তি দিয়েছে। আদালত ট্রাম্প, মার্কিন সরকার, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও ও সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব মার্ক এসপারসহ ৪২ জন ব্যক্তি ও আইনী ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কাসেম সোলেইমানি ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের বিদেশি অপারেশন শাখা কুদস ফোর্সের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব যিনি মধ্যপ্রাচ্য অভিযানে ইরানের হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাকে ১৯৮০-৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধের নায়ক হিসেবেও দেখা হয়।

ইরানের আদালত এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বেশ কিছু রায় দিয়েছে। গত মাসে ইরানের একটি আদালত মার্কিন দূতাবাসে আটক জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য ১৯৮০ সালের একটি নিষ্ক্রিয় অপারেশনের শিকারদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে মার্কিন সরকারকে ৪২০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আগস্টে তেহরানের একটি আদালত ওয়াশিংটনকে ১৯৮০ সালে নতুন ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার' জন্য ৩৩০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি করেছিল। এই মামলাগুলো মূলত মার্কিন আদালতে তেহরানের বিরুদ্ধে দেওয়া বহু বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণের রায়েরই প্রতিক্রিয়া।

২০১৬ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দেয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জব্দ করা ইরানি সম্পদগুলো হামলার শিকার ব্যক্তিদের দিয়ে দেওয়া উচিত। তেহারেন ওপর দায়ের করা অভিযোগের মধ্যে ছিল ১৯৮৩ সালে বৈরুতে একটি মার্কিন মেরিন ব্যারাকে বোমা হামলা ও ১৯৯৬ সালে সৌদি আরবে বিস্ফোরণ ঘটানো। তেহরান সব হামলার দায় অস্বীকার করেছে। বেশ কিছু ইরানি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা খোলার জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে আবেদন করেছে তেহরান। মার্চে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস রায় দেয়, ওয়াশিংটনের মাধ্যমে তহবিল ফ্রিজ করা 'স্পষ্টত অযৌক্তিক'। তবে রায়ে এটিও বলা হয়েছে, ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র যা ফেরত দেওয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে ইরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করেন এবি পার্টির নেতা-কর্মীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভয়ংকর খাদ্যসংকটের মুখে গাজা: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: আবার লড়াই শুরু হওয়ায় গাজা ভয়ংকর খাদ্যসংকটে পড়বে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড প্রগ্রাম। সাত দিনের যুদ্ধবিরতির সময় গাজায় কিছু ত্রাণসামগ্রী ঢুকেছিল। তা কিছু মানুষের কাছে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফুড প্রগ্রাম (ডাব্লিউএফপি) জানিয়েছে, 'দুঃখের বিষয় হলো, এ বিষয়ে যতটা এগোনো জরুরি ছিল, তা হয়নি।'

তারা আরো জানিয়েছে, 'নতুন করে লড়াই শুরু হওয়ার ফলে ত্রাণ বিতরণ করা যাচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে কর্মীদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, এর ফলে বেসামরিক সাধারণ মানুষ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। গাজায় ২০ লাখ মানুষের বেঁচে থাকার সম্বল হলো এই ত্রাণের খাদ্যশস্য।'

ডাব্লিউপিএফ বলেছে, 'আমাদের কর্মীদের জন্য গাজা ভূখণ্ডে নিরাপদ, বাধাহীন ও দীর্ঘকালীন যাতায়াতের ব্যবস্থা চাই। তাহলেই তারা মানুষের কাছে জীবনদায়ী ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারবে। একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী শান্তি হলেই এই মানবিক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব।

ডাব্লিউপিএফ তাই দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতি চায় এবং সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান চায়।'

এদিকে যারা মুক্তি পেয়েছে এবং যারা এখনো হামাসের হাতে বন্দি, তাদের ও তাদের পরিবারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। গত দুই মাসের মধ্যে এটাই প্রথম বৈঠক। নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, 'আমি এমন কাহিনি শুনেছি, যাতে আমার মন ভেঙে গেছে। আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণার, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের কাহিনি শুনেছি। যৌন নির্যাতন ও ভয়ংকর ধর্ষণের কথাও শুনেছি। মুক্তি পাওয়া জিম্মিরা এই কাহিনি শুনিয়েছে।' ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এই বৈঠকে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল এবং শেষের দিকে প্রায় অর্ধেক মানুষ বৈঠক ছেড়ে চলে যায়। দানি মিরান নামের এক ইসরায়েলির মেয়ে এখনো হামাসের হাতে বন্দি। তিনি ইসরায়েলের টেলিভিশনে বলেছেন, 'আমি বৈঠকে কী হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বলব না। শুধু এইটুকু জানাব, পুরোটা ছিল কুৎসিত, অপমানকর এবং অগোছাল।' তিনি আরো বলেছেন, 'সরকার দাবি করছে, তারাই সব কিছু করেছে। কিন্তু হামাস নেতা ইহাইয়াল সিনওয়ার আসলে আমাদের মানুষদের ফেরত দিয়েছেন। যখন সরকার দাবি করছে, তাদের নির্দেশে সব কিছু হয়েছে, তখন আমরা রাগ সামলাতে পারিনি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭ মি.

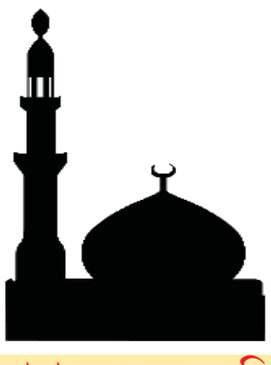

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৮	৬.০৪
যোহর	১১.৩২	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৮	

মহিলাদের বেশি সন্তান নিতে আহ্বান জানিয়ে কাঁদলেন কিম

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়ার জনসংখ্যা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার অনেক কম। এই সংকট কাটাতে নারীদের বেশি বেশি সন্তান নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন। আর সেই কথা বলতে গিয়েই কেঁদে দিয়েছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে কিম জং উনের সেই কান্নার দৃশ্য। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় কিমের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। আর তা একটি রুমাল দিয়ে মুছে নিচ্ছেন তিনি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে জানা যায়, গত রোববার (৩ ডিসেম্বর) পিয়ংইয়ংয়ে উত্তর কোরীয় মায়েদের নিয়ে বিশাল একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন কয়েক হাজার নারী। উত্তর কোরিয়ায় গত ১১ বছরে এটিই ছিল এ ধরনের প্রথম সম্মেলন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কিম জং উন বলেন, জন্মহার কমা বন্ধ করা এবং শিশুদের উন্নত যত্ন ও শিক্ষা প্রদান আমাদের পারিবারিক বিষয়, যা মায়েদের সঙ্গে নিয়েই সমাধান করতে হবে। তিনি বলেন, দল ও রাষ্ট্রের কাজ নিয়ে আমার যখন কঠিন সময় যায়, তখনো আমি মায়েদের কথা ভাবি। জাতিসংঘের জনসংস্থা বিষয়ক সংস্থা চলতি বছরের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়ায় জন্মগ্রহণের হার ১.৮ শতাংশ। যা গত কয়েক দশকের তুলনায় অনেক কম। তবে উত্তর কোরিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে জন্মহার অনেক ভালো।

ফিলিপাইনে বাস খাদে পড়ে নিহত ১৭

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের মধ্যাঞ্চলে 'মৃত্যু ফাঁদ' হিসেবে পরিচিত একটি পাহাড়ি বাঁক থেকে বাস খাদে পড়ে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে অ্যান্টিক প্রদেশের হামটিক মিউনিসিপালিটি এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আজ বুধবার (৬ ডিসেম্বর) স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাতে সংবাদমাধ্যম এএফপির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। দুর্ঘটনার স্থানটিকে 'দুর্ঘটনা প্রবণ' বলে উল্লেখ করেন প্রাদেশিক দুর্যোগ সংস্থার প্রধান রডেরিক ট্রেইন।

মহাকাশে 'বায়ো-স্পেস ক্যাপসুল' পাঠালো ইরান

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের মহাকাশ কর্মসূচিকে বহুদূর এগিয়ে নিয়েছে ইরান। তারই ধারাবাহিকতায় এবার সফলভাবে নতুন 'বায়ো-স্পেস ক্যাপসুল' মহাকাশে পাঠিয়েছে দেশটি। বুধবার (৬ ডিসেম্বর) নিজেদের তৈরি লঞ্চার 'সালমান' এর সাহায্যে 'বায়ো-স্পেস ক্যাপসুল' মহাকাশে পাঠায় ইরান। ইরানের বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, ৫০০ কিলোগ্রাম ওজনের ক্যাপসুলটি নির্মাণ করেছে ইরানের বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অ্যারোস্পেস রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এটিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় পাঠাতে ব্যবহার করা হয়েছে 'সালমান' লঞ্চার। ক্যাপসুল ও লঞ্চার দুটিই তৈরি করেছে ইরানের বিজ্ঞানীরা। এর মধ্য দিয়ে মহাশূন্যে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতি হিসেবে বায়ো-স্পেস ক্যাপসুল পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করল ইরানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। মহাকাশে মানুষ বা জীবন্ত প্রাণী আনা-নেয়ার কাজে বায়ো-স্পেস ক্যাপসুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরান তার বেসামরিক মহাকাশ কর্মসূচিকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। ২০১০ সালে ইরান একটি 'কাভেশগার' বা 'এক্সপ্লোরার' নামক ক্যারিয়ার ব্যবহার করে মহাকাশে জীবন্ত প্রাণীসহ প্রথম বায়ো-ক্যাপসুল পাঠায়।

ওহুদ পাহাড়ে সপার্ষদ মুফতি লিয়াকত আলি

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের সোনারপুরের চৌহাটির মদিনা ট্রাভেলসের কর্ণধার মাওলানা ইমাম হোসেনের তত্ত্বাবধানে একদল ওমরাহযাত্রী এখন সৌদি আরবে। সেই উমরাহযাত্রীরা ওহুদ পাহাড়ে অবস্থান করলে বক্তব্য রাখেন শাইখুল হাদিস মুফতি লিয়াকাত আলি। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারক ইন্তাজ আলী শাহ, প্রাক্তন আর্মি অফিসার নূর মোহাম্মদ, আব্দুল খালেক, সরফরাজ,আবুল কালাম, মাওলানা মনিরুল, মাওলানা মনোয়ার প্রমুখ। উল্লেখ্য, মাওলানা ইমাম হোসেন মাজাহেরীর তত্ত্বাবধানে সোনারপুরের মদিনা ট্রাভেলস অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরেও বিশিষ্ট জনদের নিয়ে উমরাহ যাত্রায় পরিষেবা দিয়ে চলেছে।

প্রথম নজর

বিদ্যুতের নামে ফলক ভেঙে ফেলা হল বিশ্বভারতীতে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ১৭ ই সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতীকে ইউনিসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা করে ছিল । কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা হওয়ার পর বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণে তিন জায়গায় ফলক বসিয়ে ছিলেন। সেই ফলকে নাম ছিল আচার্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এই নামকে ঘিরে বিশ্বভারতীতে আশ্রমিক, প্রাক্তনী, ছাত্রছাত্রীরা ও রাজনৈতিক মহল ফলকের এই নামকে কেন্দ্র করে বহু বিতর্ক দেখা দিয়েছিল শান্তিনিকেতনে। এই ফলক বিতর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে ১৪ দিন ধরনা কর্মসূচি ছিল শান্তিনিকেতনে হস্তশিল্প মার্কেটের সামনে। একটাই কারণ বিশ্বভারতী থেকে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নামে ফলক সরিয়ে ফেলতে হবে। তারপর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু ফলক একই জায়গায় ছিল। আজকে তাই একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক বিতর্কিত ফলক সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তাই বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নামে ফলক ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হল। ওই জায়গায় ইউনিসকে দেওয়া নতুন ফলক বসানো হচ্ছে।

মাড়বেড়িয়ায় সম্প্রীতি সভা, শীতবস্ত্র বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: গত শনিবার ও রবিবার সাড়ম্বরে পালিত হল মাড়বেড়িয়া সানসাইন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চতুর্থ বার্ষিক দুই দিনব্যাপী সম্প্রীতি সভা, শীতবস্ত্র বিতরণ এবং রক্তদান শিবির। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রথম দিনের কর্মসূচি. উক্ত দুই দিনে প্রায় কোলাঘাট ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের ১২০-১৫০ টি পরিবারের মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এবং ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন।
দুই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন
সম্মানীয় অধ্যাপক বলাই কিশোর সামন্ত মহাশয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী সম্মানীয় প্রণব ভট্টাচার্য মহাশয়, শিক্ষক রঞ্জিত ঘোড়াই ও সমিরন বাবু, হংস শুভ্র পাল মহোদয়, অবসরপ্রাপ্ত আইনজীবী শহীদ খান মহোদয় , বিশিষ্ট সমাজসেবী কনিজ আলী মহোদয়,সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সদস্যগণ ফজলুর রহমান ও মনিরুল ইসলাম মহোদয়, স্থানীয় মসজিদের ইমাম সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত ছিলেন সানশাইন এর সভাপতি- জিয়াউর রহমান ,সহ-সভাপতি -শামীম আলী, সম্পাদক- শিক্ষক ইমরান মোঃ, সহ সম্পাদক আনারুল হোসেন ,মহসিন আলী ,সাবির আলী ,আবুল কালাম আজাদ , ইমতিয়াজ আহমেদ সহ সকল সদস্য বৃন্দ।
উপস্থিত সকল বিশিষ্ট অতিথিবর্গ সানসাইন অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ডের জন্য কর্তৃপক্ষের ভুয়সী প্রশংসা করেন । অধ্যাপক বলাই বাবু বলেন গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের বই বিতরণ থেকে শুরু করে বৃক্ষরোপণ ,ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিতরণ ,অক্সিজেন সিলিন্ডার পরিষেবা সহ নানাবিধ যে কর্মকান্ড সারা বছর ধরে করে চলেছে সানসাইন অ্যাসোসিয়েশন তা সত্যি প্রশংসনীয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দেওয়ালে বড় ফাটল, উদাসীন প্রশাসন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: দেওয়ালে বড় বড় ফাটল তৈরী হয়েছে , বেহাল দশা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদাসীন প্রশাসন , সাপের উপযুক্ত বাসস্থানে পরিনত হয়েছে অঙ্গনারী কেন্দ্র , শিখেয় উঠেছে পড়াশোনা । গত এক বছরের বেশি সময় ধরে একেবারে বেহাল দশা হয়ে পড়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র । রীতিমতো সাপের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি । এ ছবি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর পঞ্চায়েতের উত্তর নিত্যানন্দপুর সংসদের নিত্যানন্দপুর ১ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ।
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দেয়ালে তৈরি হয়েছে বড় বড় ফাটল মাততার উপর অ্যাডবেস্টরের চালা ভেঙে গিয়েছে । অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভেতরে যা পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা এক কথায় সাপের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ । এক বছরের বেশি সময় ধরে এই অবস্থায় পরিণত হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি । আগে এই কেন্দ্রে একটি রুমের মধ্যেই কোন রকমে রান্নাবান্না ও ছেলে মেয়েদের নিয়ে পড়াশোনা হতো কিন্তু এখন আর তা হয় না । তাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশেই রয়েছে একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মিড ডে মিলের সেটে রান্না করতে হয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকাকে । এই মুহূর্তে অঙ্গনারী কেন্দ্রে পড়াশোনা শিখেয় উঠেছে । মঞ্জুরানি সরকার নামে এক অভিভাবক জানান , দেওয়ালে বড় বড় ফাটল তৈরি হয়েছে তাই ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করাতে পাঠাতে পারিনা এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে । দ্রুত অঙ্গনারী কেন্দ্র সংস্কার করা হলে ভীষণ ভালো হয়।
নিত্যানন্দপুর ১ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমনি কল্পনা সমাদ্দার জানান , আমার অঙ্গনারী কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল বারবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি । অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এই বেহাল দশার কারণে এখানে কেউ পড়াশোনা করাতে ছেলেমেয়েদের পাঠায় না । রান্নাবান্না করার কোন জায়গা নেই তাই পাশের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে মিড ডে মিলের সেটে রান্নাবান্না করতে হয় । এছাড়াও তিনি বলেন , যখন সকালে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে থাকে তখন আমাদের বসে থাকতে হয় কখন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের রান্না সম্পন্ন হবে । তাই দ্রুত সরকারের কাছে অনুরোধ একটি নতুন ঘর তৈরি করা হোক এবং এই সমস্যার সমাধান করা হোক ।
আর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এই বেহাল দশা নিয়ে শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী । তিনি জানান , গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে তৃণমূলের নেতারা গরিব মানুষের টাকা লুট করে খাচ্ছে তারা বড়লোক হচ্ছে তারা শাসনের নামে শোষণ চালাচ্ছে । এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন কোন উন্নয়ন হবে না ।

কোটি টাকা বরাদ্দ পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার সভাধিপতি হওয়ার পর থেকেই জেলা পরিষদের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছেন । এবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ ১ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করল অর্থকরী ফল উৎপাদনের জন্য।
জেলা পরিষদের বিভিন্ন জায়গায় অনেক জমি অপতিত হয়ে পড়ে আছে। জায়গাগুলি ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে এখান থেকে জেলা পরিষদের একটি বড় রোজকারের জায়গা হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।
পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার এর উদ্যোগে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় যেমন কালনা, কাটোয়া ,খণ্ডঘোষ, জামালপুর ,সহ বিভিন্ন জায়গার ছটি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে । এই জমি থেকে মিয়াজাকি আম, সফেদা ,ড্রাগন ফল সহ বিভিন্ন অর্থকরী ফল উৎপন্ন করে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের আয় বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই হিসাবে জেলা পরিষদের সভাপতির শ্যামা প্রসন্ন লোহার বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করে বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বর্ধমান জেলা পরিষদের এই উদ্যোগ সফল হলে বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব জমিতে অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করে লাভের মুখ দেখবে । পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ নিজেদের আয় বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে।

বাবরি ধ্বংসের প্রতিবাদে মিছিল কলকাতায়

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে বুধবার গর্জে উঠল কলকাতার রাজপথ। দিনটিকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী দিবস হিসেবে পালন করে মেওলালির রামলীলা ময়দান থেকে এক মিছিল বের হয়।

অভিষেকের উদ্যোগে ৭০ হাজার বার্ধক্য ভাতা দিতে কাজ শুরু

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১০ই নভেম্বর,২০২৩ তার লোকসভা কেন্দ্রের ফলতা সভা থেকে সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনে কথা দিয়েছিলেন, যারা দুয়ারে সরকারে বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু পাননি এরূপ ৭০ হাজার মানুষের ১৫ দিনের মধ্যে বার্ধক্য ভাতা যাতে তাদের একাউন্ট এ ঢোকে তার ব্যবস্থা করবেন। সেজন্য ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭ টি বিধানসভার প্রতিটা অঞ্চলে এবং ওয়ার্ড এ আজ থেকে "সাংসদ সহায়তা কেন্দ্র " খোলা হয়েছে। সেখানে বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিরা আসবেন এবং সাংসদ প্রেরিত ফর্ম ফিলাপ সহ প্রয়োজনীয় তথ্য জমা করবে। ৭০ হাজার মানুষের ১৫ দিনের মধ্যে বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সমস্ত বৃদ্ধ মানুষ অভিষেককে আশীর্বাদ করেন। দেশের মধ্যে একমাত্র সাংসদ যিনি উন্নয়নের সাথে সাথে "নিঃশব্দ বিপ্লব " কর্মসূচির মাধ্যমে তার লোকসভা কেন্দ্রে কি কাজ করেছেন পুস্তিকা আকারে জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন।
একাধারে রাজনৈতিক দৃঢ়তা এবং দক্ষ নেতৃত্ব এবং জন্য সেনাপতির মতো দল পরিচালনা করে বাংলাকে সুরক্ষিত রাখছেন। আবার কেন্দ্রে জনবিরোধি বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে চরম আন্দোলন সংগঠিত করছেন দেশের স্বার্থে। ডায়মন্ড হারবার টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন তরফদার বলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা দিয়েছিলেন সেই কথা অনুযায়ী ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার এলাকায় ১৬ টি ওয়ার্ডে বার্ধক্য ভাতার জন্য ফরম ফিলাপের কাজ চলছে ।পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার ফলতা মহেশতলা বজবজ সাতটি বিধানসভার পঞ্চায়েতের পৌরসভায় এই ফর্ম ফিলাপের কাজ শুরু হয় বুধবার থেকে। সাংসদ সহায়তা কেন্দ্র খোলা থাকবে প্রথম দফায় ৬-১০ ই ডিসেম্বর,২০২৩ পর্যন্ত এবং ২য় দফায় ১১-১৫ ই ডিসেম্বর,২০২৩ পর্যন্ত।

হাসপাতাল নিয়ে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সামশেরগঞ্জের অনুপনগর ব্লক হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র চালু ও ২৪ ঘন্টা পরিষেবা প্রদান, পিপিই মডেলের রক্ত পরীক্ষা চালু করা প্রভৃতি ১১ দফা দাবি নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জের অনুপনগর ব্লক হাসপাতালে বুধবার স্মারকলিপি প্রদান করল যুব কংগ্রেস।
উপস্থিত ছিলেন সামসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি মোহাম্মদ সাকিরুদ্দিন, কংগ্রেস নেতা ইসলাম খান, অমিত তিওয়ারি, সফিকুল ইসলাম, টাউন কংগ্রেস সভাপতি বাবলু মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অবিলম্বে যাবতীয় দাবি দাওয়া পূরণ না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দেন যুব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফতেহ আলি ওয়েসী দরবারে ঈসালে সওয়াব

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার মানিক তলায় ফতেহ আলি ওয়েসী দরবারে রসুলে নোমা হযরত পীর আল্লামা ফতেহ আলি ওয়ায়েসী হুজুরের দু'দিন ব্যপি ঈসালে সওয়াব মাহফিলের বুধবার ছিল প্রথম দিন। বিশেষ এই দিনে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।শিবিরে এলাকার উভয় সম্প্রদায়ের মোট ১০১ জন রক্তদান করেন। অঞ্চলের ১১৫ জন গরিব মানুষের চক্ষু পরিষেবা দেওয়া হয়। এলাকার ১০০ জন দুস্থদের মশারি দেওয়া হয়েছে। আজ ওয়েসীর স্মরনে ১৩৭তম বাৎসরিক ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

গ্রামে রক্তের প্রয়োজন মেটাতে অভিনব উদ্যোগ বসিরহাটের স্কুলের

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: আপৎকালীন সময়ে সুস্থ রোগীর জন্য রক্তের খোঁজ মিলতে অনেক সময় কাল ঘাম ছুটতে হয় রোগীর আত্মীয় পরিজনদের।
তবে গ্রামের সাধারণ মানুষদের রক্তের প্রয়োজন মেটাতে এবার অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের সীমান্তের স্কুলে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বসিরহাটের গাছা আখারপুর আঞ্চল হাই স্কুল। সীমান্ত লাগোয়া এই গ্রাম্য স্কুল একসময়ে এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনায় একপ্রকার পিছিয়ে ছিল এবং পড়াশোনায় অনিহা ছিল। বর্তমান প্রধান শিক্ষকের তৎপরতায় স্কুলের পরিকাঠামো নতুনভাবে সাজানোর পাশাপাশি স্কুলে স্মার্ট ক্লাসের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আগামীদিনে এলাকায় রক্তের ঘাটতি মেটাতে স্কুলের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজে নিজে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তা নিজেদের সচিত্র পরিচয় পত্র উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিদিন স্কুল শুরুর আগে প্রার্থনার সময় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা রক্তের গ্রুপ অনুসারে লাইনে দাঁড়ায়। এভাবেই নিজেদের মধ্যে কার কোন রক্তের গ্রুপ তা নিজেরাই জানতে পারবে এবং আগামীদিনে একে অপরের রক্তের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে। স্কুলে তৈরি করা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী ডাটা ব্যাঙ্ক। ক্লাসে রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী কুইজ, পাঠ্য বিষয়ের প্রশ্ন উত্তর বিতর্ক সবার আয়োজনও করা হয়। এমনকি স্কুলের কবাডি খেলা একই রক্তের গ্রুপের দল তৈরি করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুরশিদুল ইসলাম শাহীন বলেন, "সীমান্ত এলাকায় পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রক্তদানের সচেতনতার মাধ্যমে আগামী দিনে এলাকায় রক্তের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে।" সব মিলিয়ে হাসপাতালে ক্ষেত্রে রক্তের আকাল দেখা গেলেও প্রত্যন্ত এলাকার স্কুল থেকে যে আগামী দিনের রক্তদানের ব্রতী হিসেবে এলাকায় পথ দেখাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

ফুটপাতবাসীর শীতবস্ত্র বিতরণ 'মানবতা'-র

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা শহরের বুকে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল 'মানবতা' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। মঙ্গলবার মধ্যরাত্রি থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত কলকাতা রাজপথের ধারে শুয়ে থাকা অসহায় ঘুমন্ত ফুটপাত বাসীদের শীতবস্ত্র এবং ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা দিয়ে মশারি তুলে দিলেন সংস্থার কর্মকর্তারা। মানবতার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদার তত্ত্বাবধানে এদিন কয়েকশ ফুটপাতবাসীদের হাতে কম্বল এবং মশারি তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা দিয়ে এসএসকেএম, কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এবং এনআরএস মেডিকেল কলেজে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে থাকার রোগীর পরিজনদের হাতেও শীতবস্ত্র এবং মশারি তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বর্ষে এ দিন 'মানবতা'র রাত্রি ব্যাপি কর্মসূচির সূচনা হয় এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে, তারপর পার্কসার্কাস, শিয়ালদা, ধর্মতলার বিভিন্ন রাস্তার পাশে, আনাচে-কানাচে শুয়ে থাকা অসহায় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র এবং মশারী তুলে দেন তাঁরা। এসময় ফুটপাতবাসী নতুন শীতবস্ত্র এবং মশারি পেয়ে দুহাত ভরে আশীর্বাদ জানাচ্ছিলেন 'মানবতা'কে। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা জানান, 'অসহায় দরিদ্র এবং নিম্ন ও মধ্য মেধা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরণের পথ দেখাতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, ফ্রি কোচিং সেন্টার থেকে শুরু করে উৎসবের মরশুমে বস্ত্র বিতরণ, বছরের একাধিক সময় প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, পেশাভিত্তিক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বল্পপরিসরে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা সহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবতা। আগামী দিনে আমাদের বৃহৎ পরিকল্পনাও রয়েছে।' এ দিন মঙ্গলবার রাতে 'মানবতা'র উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মানবতার সাধারন সম্পাদক জুলফিকার আলি পিয়াদা ।ডাক্তার জুলকার নাঈম, এসএসকেএম এর জাফরিয়াব পিয়াদা, বাপন লস্কর, কেপিসি মেডিকেল কলেজের দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, নার্স পারলি সেখ, আহমেদ ডেন্টাল কলেজের মোঃ আমানুল্লা, নদীয়ার কল্যানীর মোঃ শাকিল আহামেদ সহ অন্যান্যরা।

লক্ষ্মী পুজোর প্রসাদ খেয়ে মৃতের স্ত্রীকে চাকরি

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগরে লক্ষীপুজোর খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে মৃতের স্ত্রীকে জেলা পরিষদের তরফে চাকরির নিয়োগ পত্র দেওয়া হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজনগরের মালিপাড়া গ্রামে লক্ষী পূজা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও ভক্তদের খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।সেই হিসেবে এ বছরও কয়েক হাজার ভক্তকে ওই খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয়। দুর্ভাগ্যবশত বাসি খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে মালিপাড়া এবং ছোট বাজার গ্রামের বেশ কিছু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপরে পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনের তৎপরতায় তাদের সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এদের মধ্যে ছোট বাজার গ্রামের পাঁচ বছরের একটি শিশুর এবং মালিপাড়া গ্রামের ৪৫ বছরের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সে সময় আতঙ্কিতদের পাশে দাঁড়ান ব্লক প্রশাসন, পুলিশ ও স্থানীয় মানুষজন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর। খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ সমস্ত ব্যক্তি ও মৃতদের পরিবারের সাথে দেখা করে আর্থিক সাহায্য করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ।

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান শঙ্করপুরে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বুধবার গঙ্গারামপুর উত্তর চক্র সম্পদ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শঙ্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এদিনের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন, গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীল কুমার দাস, স্পেশাল এডুকেটর গৌতম ঘোষ, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের করনিক খোজির উদ্দিন মিঞা, শিক্ষা বন্ধু নজরুল ইসলাম সহ আরো অনেকে।
জানা গিয়েছে, এদিন গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রাথমিক ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রায় ৩০ জন বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের নিয়ে সকালে র‍্যালি বের করা হয়। এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার শেষে বিশেষ স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।
উল্লেখ্য, বিশ্ব জুড়ে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতার শিকার মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন ও সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে উদযাপন করা হয় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। তারই অঙ্গ হিসেবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পড়ুয়াদের নিয়ে ৩-৯ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস সাপ্তাহিক উৎযাপন করা হচ্ছে গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের তরফে। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীল কুমার দাস জানান, 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন
উপলক্ষে সপ্তাহ জুড়ে নানা ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছিল।'

সংহতি দিবসে মাদ্রাসা শিক্ষকদের মিছিল

মনিরুজ্জামান ও ইস্রাফিল বৈদ্য ● কলকাতা

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর দিনকে সংহতি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য,১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল বিজেপি আশ্রিত সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাতে।
সেই দিনকে স্মরণে এবারও কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে ব্যাপক জমায়েত করে তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল।
সংহতি দিবসে বিজেপি বিরোধী একাধিক স্লোগান সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বার্তা নিয়ে কয়েকশো মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা সহ এক বর্ণাঢ্য মিছিল সহযোগে উপস্থিত হন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ।অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অন্যতম সংগঠক নুরুল হক বৈদ্য, নুরুল হক,কুতুব আক্তার,মনজুর আহমেদ,মনিরুল মোল্লা, সওকাত হোসেন পিয়াদা, নামদার শেখ,তৌহিদ আহমেদ, আহমাদুল্লাহ, আব্দুল অহেদ মল্লিক, আব্দুর সাকির, মোতাহার হোসেন সহ আরও অনেকে।

প্রথম নজর

রেলের অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ে সরব অধীর

সারিউল ইসলাম ● বহরমপুর

আপনজন: পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের কাটোয়া-আজিমগঞ্জ শাখায় করোনার সময় থেকে সাধারণ প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে স্পেশাল ট্রেনের নামে চালানো হয়। এখনো পর্যন্ত স্পেশাল শব্দটা বাদ পড়েনি সাধারণ প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে। যার কারণে আজিমগঞ্জ থেকে কাটোয়া যাওয়ার পথে যেকোনো স্পেশাল ট্রেনে নির্দিষ্ট দূরত্বে ১০ টাকার বদলে ভাড়া গুনতে হয় ৩০ টাকা। সাধারণ মানুষ রেলকে বারংবার জানিয়েছে সেই কথা। এমনকি বহুবার বিভিন্ন স্টেশনে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছে এই নিয়ে। কিন্তু তারপরেও রেলযাত্রীদের কোনো সুরাহা হয়নি। এবারে এই বিষয়ে বহরমপুরের সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী সংসদ ভবনে বুধবার প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'ভাগীরথী নদীর পূর্ব পাড়ে যে দূরত্বে ট্রেনের ভাড়া ১০ টাকা, পশ্চিম পাড়ে একই দূরত্বে ট্রেনের ভাড়া ৩০ টাকা নেওয়া হয় স্পেশাল ট্রেনের নাম করে।' রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে অধীর চৌধুরী আবেদন করেন, যাতে স্পেশাল শব্দের নামে অতিরিক্ত ভাড়া কাটোয়া-আজিমগঞ্জ শাখার সাধারণ ট্রেনে বন্ধ হয়। নিত্য যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত ভাড়া বন্ধের আর্জি জানান তিনি।

ধূপগুড়িতে পালিত হল বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ধূপগুড়িতে পালিত হলো বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী এবং ধূপগুড়ি ব্লক কমিটির যৌথ উদ্যোগে এদিনের অনুষ্ঠান করা হয় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ধূপগুড়ির ডাকবাংলো ময়দানে।
এদিন ধূপগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকার প্রায় এক শতাধিক প্রতিবন্ধী মানুষ এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিডিও জয়ন্ত রায়, ধূপগুড়ি নাগরিক মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক বিভাস চক্রবর্তী সহ আমন্ত্রিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য তিন দফা দাবী তুলে ধরা হয়। প্রত্যেকের জন্য ইউডিআইডি কার্ড করতে হবে, প্রতিবন্ধী মানুষদের একশো দিনের জব কার্ড দিতে হবে এবং রাজ্য সরকারের তরফে যে মানবিক প্রকল্পের ভাতা পায় সেটিকে ১০০০ টাকার পরিবর্তে ৩০০০ টাকা করতে হবে।
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সম্পাদক প্রদ্যুৎ বিশ্বাস বলেন, আমরা এর আগে আমাদের দাবী রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার হাতেও তুলে দিয়েছিলাম। সেখানে বিভিন্ন দাবিদাওয়া তুলে ধরা হয়েছিলো, যার মধ্যে অন্যতম ছিলো প্রতিটি প্রতিবন্ধীর জন্য ইউডিআইডি কার্ড করা , মানবিক ভাতা এর অর্থ বৃদ্ধি করা এবং প্রত্যেককে একশো দিনের কাজের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

ডিওয়াইএফআইয়ের ইনসাফ যাত্রা মেদিনীপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে রাত্রি ও বুধবার সকাল থেকে শুরু করে বৃষ্টি বিঘ্নিত সন্ধ্যা-রাত পর্যন্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে ৩৩ ও ৩৪ তম দিনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিপুল সাড়া ফেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে অনুষ্ঠিত হলো ডিওয়াইএফআই উদ্যোগে আয়োজিত 'ইনসাফ যাত্রা'। সময় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ঘুরে ২০২৪ এর ৭ই জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হবে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু হওয়া এই ইনসাফ যাত্রা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কংসাবতী নদীর উপর তৈরি কামখ্যানন্দন ঘোষ সেতু বা ধেড়ুয়া ব্রীজ পেরিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদিকা তুখোড় বাগ্মী মিনাক্ষী মুখার্জি সহ অন্যান্য বাম যুব নেতৃত্বের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ইনসাফ যাত্রা। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি, নাট্যকার বিমল চক্রবর্তী,পদযাত্রী চন্দন সোম,জেলা সম্পাদক সুমিত অধিকারী,সভার সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ। পদযাত্রা ও সমাবেশে অংশ নেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্য,রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা, সংগঠনের প্রাক্তনী তাপস সিনহা, সুশান্ত ঘোষ, রবীন্দ্র দেব,সমর মুখার্জি,বিজয় পাল ,রনজিৎ পাল, দিলীপ সাউ,কমল পলমল প্রমুখ। সভার সময় কানায় কানায় ভরা ছিল পঞ্চুর চক। মীনাক্ষী মুখার্জি তাঁর বক্তব্যে তীব্র ভাষায় কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন। সভার শেষে মীনাক্ষীর সাথে সেলফি তুলতে ভীড় জমান অনেকেই।

সংহতি দিবসে সম্প্রীতি রক্ষার ডাক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ৬ ডিসেম্বরের স্মরণে সংহতি দিবস পালন করলো পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার কলকাতা শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ঐ কর্মসূচি থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবিভক্ত থাকার পরামর্শ দেন। প্রসঙ্গত, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । সেই দিনটিকে মনে রেখে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেস সংহতি সমাবেশ করেছে । প্রতিবছর এই দিনটিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাবেশে উপস্থিত থাকলেও এ দিন উত্তরবঙ্গ সফরের জন্য সশরীরে ওই সভায় আসতে পারেননি । শহিদ মিনারে তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি দিবসের সভায় টেলিফোনে বক্তব্য রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সংখ্যালঘু মুসলিমদের উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, 'অনেক কুৎসা হচ্ছে। তাতে কান দেবেন না। আপনারা বিভক্ত হলে বিজেপির লাভ। আজকে শপথ নেওয়ার দিন। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিন।' পাশাপাশি এই সভা থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হওয়ার ডাকও দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন ফের একবার কেন্দ্রের বঞ্চনার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে বিজেপি নিজেদের প্রয়োজন মতো কাজে লাগানোর অভিযোগও তুলেছেন । অন্যদিকে ইন্ডিয়া জোটের পাশে থাকার আহ্বানও জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এ দিন ৬ ডিসেম্বরের ওই সমাবেশের মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃত্বদের পাশাপাশি এদিন একাধিক ধর্ম গুরুরা হাতে হাত রেখে বাংলার শান্তি, সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব অটুট রেখে ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকার বার্তা দেন । অন্যদিকে বাবরি মসজিদের শাহাদাত বার্ষিকীতে পশ্চিমবঙ্গের আইএসএফ বিধায়ক ও ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় বলেন, 'স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় বাবরি মসজিদের শাহাদাত ।' পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ সেলিম এক বার্তায় বলেছেন, 'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে, অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।' ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ দিনটিকে গণতন্ত্রের জন্য কালো দিন বলে উল্লেখ করেছেন ।

ন্যায্য মূল্যে সরকারকে ধান দিতে গিয়ে সমস্যার মুখে কৃষকেরা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন:ধান বিক্রি করতে সমস্যা মুখে কৃষকেরা ন্যায্য মূল্যের সরকারি খাতায় ধান দিতে গিয়ে সমস্যা মুখে কৃষকেরা। কিষান মান্ডিতে কৃষকরা সরকারি ন্যায্য মূল্যের ধান দিতে এসে চরম হয়রানীর শিকার হচ্ছে এমনই অভিযোগ কৃষকদের। গাজোলের কৃষাণ মান্ডিতে কৃষকদের অভিযোগ তাদের কাছ থেকে সরকারি ন্যায্য মূল্যে ধান দিতে এসে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। কৃষকদের কাছ থেকে বেশি করে ধলতা চাওয়া হচ্ছে। যার ফলে কৃষকরা সমস্যায় পড়েছেন মালদার গাজোল ,হরিশ্চন্দ্রপুর সহ বিভিন্ন ব্লকে কিষাণ মান্ডিতে বেশি পরিমাণে ধলতা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। চাষিরা এই নিয়ে রীতিমতো প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যেখানে কুইন্টাল প্রতি ২ থেকে ৩ কিলো ঢলতা নেওয়া কথা ছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় , সাত কিলো করে ধলতা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে কৃষকের কাছ থেকে। শুধু তাই নয় বন্যার সময় মালদা জেলার বামন গোলা ,হবিবপুর, এবং বিশেষ করে গাজোল ব্লকে বন্যার জলে ধানের জমি ডুবে গিয়েছিল সে সময় রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর থেকে একটি সার্ভে করা হয় এবং যে সমস্ত কৃষকদের ধান নষ্ট হয়ে গেছিল তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পুরাতন মালদার কৃষকদেরও একই অভিযোগ। কিন্তু আজকে প্রায় এক বছর হতে চলেছে সেই ক্ষতি সরকার দেয়নি বলে অভিযোগ । আগামী দিনে যদি তাদের ক্ষতিপূরণ এবং কম পরিমাণে ঢলতা না নেয় তাহলে কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দিয়েছেন।
আর এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর। গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময়দেব বর্মন জানান, কৃষকদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে ধলতা নেওয়া হচ্ছে এবং যে ধলতার অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে সেটা তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা তাদের সংগঠনের কাজে লাগাচ্ছে।আগামী দিনে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হলে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি কৃষকদের হয়ে আন্দোলনে নামবো।

এসএসকেএম থেকে ই-মেইল গেল ইডিতে

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র' র চিকিৎসার যাবতীয় নথিপত্র পৌঁছলো ইডি দফতরে। বুধবার দুপুরে এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে ই- মেইল করে যাবতীয় আপডেট নথিপত্র পাঠিয়ে দেয়। বেশ কিছুদিন থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল ইডি ও এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মধ্যে। তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে বারবার কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হয়। শুধু তাই নয় ,এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি আপডেট সহকারে তলব করা হয়। রস্সআ ত্র ধরেই বুধবার দুপুরে এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তথা সুপারের পক্ষ থেকে সেখানে ভর্তি থাকা সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের যাবতীয় মেডিকেল নথিপত্র ই- মেইল করা হয় সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে। এখন দেখার বিষয় এসএসকেএম হাসপাতালের পাঠানো চিকিৎসার নথি দেখার পর আর কোন প্রশ্ন থাকে কিনা ইডির পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বিরোধীরা বারবার অভিযোগ তুলে প্রমাণ লোপাটের জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র' র কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের চিকিৎসা পরিস্থিতি কতদূর তা খতিয়ে দেখতে এসএসকেএম যান ইডির আধিকারিকরা।

ভেসেল থেকে পড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু

নকিবউদ্দীন গাজী ● কাকদ্বীপ

আপনজন: গঙ্গাসাগরের ব্যস্ত এলাকা কচুবেড়িয়া। সেখান থেকে ভেসেলে করে পরাপার করে তবেই মুড়িগঙ্গা দ্বীপে যেতে হয়। সেই দ্বীপে যেতে গিয়ে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল বুধবার।
ভেসেল থেকে মুড়িগঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বৃদ্ধার।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া ভেসেল ঘাট থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ একটি ভেসেল যাত্রী বোঝাই করে নিয়ে কাকদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় মাছ নদীতে ভেসেল থেকে ঝাঁপ দেয় এক বৃদ্ধা এরপর ভেসেলের এক কর্মী ঝাঁপ দিয়ে ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে তবে ওই বৃদ্ধার এখনো অব্দি নাম পরিচয় জানা যায়নি তদন্ত শুরু করেছে সাগর থানার পুলিশ।

শিক্ষক বদলির খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্কুলে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শিক্ষক বদলির খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্কুলে আছড়ে পড়ল শ'য়ে শ'য়ে অভিভাবকদের বিক্ষোভ, সর্বত্র উঠল রব "যেতে নাহি দিব" । শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি করে অযোগ্যদের চাকরী পাইয়ে দেওয়া থেকে মিড ডে মিলে দুর্নীতি। শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক দুর্নীতির খবরে যখন তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি তখন অন্য ছবি ধরা পড়ল বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের গেলিয়া দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুল থেকে ছাত্রপ্রাণ শিক্ষকের বদলি ঠেকাতে রীতিমত স্কুল ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার অভিভাবকরা। সকলের একটাই দাবী " যেতে নাহি দিব"।
জানা গেছে জয়পুর ব্লকের গেলিয়া দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছর ২৩ আগে সহ শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন স্বদেশ পাল। কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে মূলত তাঁর উদ্যোগেই ধীরে ধীরে স্কুলের ভোল বদলাতে থাকে। ফিরতে শুরু করে স্কুলের পঠন পাঠনের মান। লেখাপড়া থেকে শুরজ করে খেলাধূলা, সংস্কৃতি সহ অন্যান্য বিষয়ে ধীরে ধীরে জেলার শিক্ষা মানচিত্রে অন্যতম ভালো স্কুল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে গেলিয়া দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়। সম্প্রতি পদোন্নতি হয় স্বদেশ পাল এর। কাউন্সেলিং এর পর স্বদেশ পাল জানতে পারেন প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁকে যোগ দিতে হবে অন্য স্কুলে। ঘটনার কথা জানার পরই ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে গোটা এলাকা। আজ এলাকার সমস্ত অভিভাবকরা স্কুলে জমায়েত করে এই বদলির বিরোধীতা করতে থাকেন। তাঁদের দাবী ছাত্রদরদী ওই শিক্ষককে কোনোভাবেই তাঁরা অন্য স্কুলে যেতে দেবেন না। অভিভাবকদের এমন আচরণে আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন খোদ শিক্ষক স্বদেশ পালও। তাঁর বক্তব্য তিনি নিরুপায়। সরকারি নির্দেশে তাঁকে অন্য স্কুলে যেতেই হবে।

প্রধানের উপস্থিতিতে ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল পাকা রাস্তার সেই এলাকার মানুষের সেই দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্রচেষ্টায় একশো মিটার ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হলো বুধবার সকালে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের সাদিখান দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রসন্ননগর গ্রামে ঢালাই রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করলেন ফিতে কেটে সাদিখান দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলাম ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে। প্রধান বলেন আমি জনগণের সেবক তাই এলাকাবাসীর সমস্যা গুলো যতটা সব সমাধান করার চেষ্টা করছি মাত্র, সেই মতো বুধবার সকালে আমার অঞ্চলের প্রসন্ননগর গ্রামে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু করা হলো। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সাধারণ মানুষের পরিষেবা দিয়ে আসছে সেই পরিষেবার অংশ হিসেবে রাস্তার উদ্বোধন করা হলো আগামীতে আরও বেশি বেশি রাস্তার কাজ করা হবে অঞ্চলে বলে জানান প্রধান মহাবুল ইসলাম। এ এলাকায় রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার খুশি সাধারণ মানুষ।

হলদিয়ায় সংহতি দিবস পালন তৃণমূলের

আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

আপনজন: ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে মনে রেখে প্রতিবছর সংহতি সমাবেশ করে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক সাংগঠনিক বিভাগের তৃণমূল যুব সভাপতি সেক আজগর আলীর নেতৃত্বে সংহতি দিবস উপলক্ষে হলদিয়া ১৭নং ওয়ার্ড (ডি-ঘাসিপুর)থেকে ব্রজলালচক মোড় পর্যন্ত)পদযাত্রা হয়,অসংখ্য সাধারণ মানুষ উৎসাহের সঙ্গেই মিছিলে হাঁটেন।বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতৃত্বরা ও মিছিলে সামিল হয়। যুব সভাপতি সেক আজগর আলী বলেন বিজেপির জাতপাত স্বৈরাচারী বিভেদ,সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, হিংসা, ধর্মের রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের এই সংহতি দিবস পালন।
তিনি এই সভা থেকে সম্প্রীতি,ঐক্য, ভাতৃত্ব, একতা,মেলবন্ধন গড়ে তুলার ডাক দেন। বিভেদ নয় সম্প্রীতির ঐক্য ভারতবর্ষের মূল চালিকা শক্তি বলে মন্তব্য করেন। অপর দিকে সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের মেয়ো রোডে সংহতি সমাবেশে হলদিয়া শহর তৃণমূল সংখালঘু সেলের সভাপতি শেখ আরিফ হোসেনের নেতৃত্বে অনেক মানুষ কলিকাতার সমাবেশে যোগ দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

টেট চাকরি প্রার্থীদের নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: টেট চাকরিপ্রার্থীদের নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার, আন্দোলনকারীদের টেনে হিঁচড়ে তোলা হলো পুলিশ ভ্যানে। ২০২২ এর টেট পরীক্ষার ইন্টারভিউয়ের এখনো পর্যন্ত কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। অথচ চলতি বছরের টেট পরীক্ষার ঘোষণা করে দেওয়ায় এবার পর্ষদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন টেট পরীক্ষার্থীরা। বুধবার দুপুরে তারা নবান্নে তাদের কথা তুলে ধরতে গেলে পুলিশ তাদের কাজীপাড়ার সামনে থেকে বলপূর্বক সরিয়ে দেয়। এরপর তাদের ভ্যানে তুলে শিবপুর থানায় আনা হয়। তাদের অভিযোগ, এই নিয়ে চার চারবার তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বঞ্চিত করা হল।

লাইনচ্যুত বাগনান লোকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: লাইনচ্যুত ৩৮২০২ বাগনান-হাওড়া লোকাল। সকালে অফিস টাইমে অল্পের জন্যে প্রাণে রক্ষা যাত্রীদের। জানা গেছে, বেলাইন হয় ওই লোকালের একটি বগি। আজ বুধবার সকালে হাওড়া স্টেশনে ঢোকার মুখে ৫ নং কামরা লাইনচ্যুত হয় বলে জানা গেছে। টিকিয়াপাড়ার কাছে হাওড়ার ১৪ নম্বর প্লাটফর্মে ঠিক ঢোকার মুখেই লাইনচ্যুত হয় ওই ট্রেনটি। সকাল ৯টা ৩৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার আতঙ্কে যাত্রীরা মাঝপথেই ট্রেন থেকে লাইনে নেমে পড়েন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ডিআরেএম সহ রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। রেল দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

ফ্যাসিস্ট বিরোধী সভা বিষ্ণুপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতলা

আপনজন: হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবধ্য হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করার আহ্বান জানালেন রাজ্য আই ইএনটিইউসির প্রদেশ সভাপতি ঋতব্রত ব্যানার্জি। ৬ ডিসেম্বর বিষ্ণুপুর থানার বিবেকানন্দ চক্ষু নিরাময় সেমিনার হলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনিএ কথা বলেন।
জেলা সম্পাদক শফিউল ইসলাম মোল্লা জানান, বাবরি মসজিদ ভাঙাকে নিন্দা জানাই। ৬ ডিসেম্বর দিনটি বড় বেদনার দিন। মানুষের মানুষে বিদ্বেষ নয়, হিন্দু-মুসলিম পরস্পরের মধ্যে ভাতৃত্ব রক্ষার্থে এই দিনটিকে সম্প্রীতি দিবস হিসাবে পালন করে থাকি। দিল্লির মসনদে যিনি আছেন তিনি মাত্র চৌকিদার। বাংলার মসনদে যিনি আছেন তিনি আমাদের পাহারাদার। তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উক্ত সংগঠনের শক্তিপদ মন্ডল, জেলা সম্পাদক শফিউল ইসলাম মোল্লা, ব্লক নেতৃত্ব মজনু শেখ, বিষ্ণুপুর ২ সভাপতি লিপিকা সামন্ত, সহ-সভাপতি আব্দুল নঈম মিস্ত্রি, প্রধান শুভ্রা ঘোষ, ঘনশ্যাম নন্দী প্রমুখ।

الدعوة
দাওয়াত

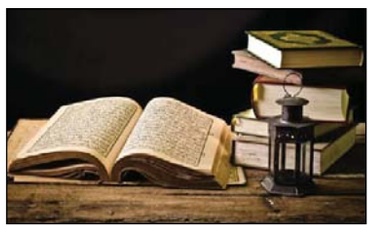

- রাসূল সা. যে ১০ ব্যক্তিকে সর্বোত্তম বলেছেন
- একজন মুসলিমের যে ১০টি কাজ করতে মানা

- ভূমিকম্পের সময় করণীয় আমল
- ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

রাসূল সা. যে ১০ ব্যক্তিকে সর্বোত্তম বলেছেন

আহমদ জাহেরি

ব্যক্তিত্ব গঠনে ভালো কাজ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আর যদি তা হয় রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ-আদর্শ তথা হাদিস থেকে, তাহলে তো কথাই নেই। এখানে আমরা জানব হাদিসের বর্ণনায় সেরা ১০ জন মানুষ বা উত্তম ১০ আমল।

১. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।
(মুসলিম, হাদিস : ৭২৫)

২. প্রথম কাতারে নামাজ : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, পুরুষের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট হলো শেষ কাতার। (মুসলিম, হাদিস : ৪৪০)
উল্লিখিত শেষ কাতারকে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে মূলত ফজিলত বোঝানোর জন্য। প্রকৃতপক্ষে নিকৃষ্ট নয়, সব কাতারই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে সামনের কাতারকে।
অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই প্রথম কাতারে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৬৬৪)

৩. নামাজে বিনয়ী হওয়া : বিনয়ী শব্দের বিপরীত হলো অহংকার। অহংকার থেকে মুক্ত ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে নামাজের মধ্যে নিজের কাঁধ নরম করে রাখে। অর্থাৎ অহংকার মুক্ত থাকে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৬৭২)

৪. নামাজের শেষে তাসবিহ পাঠ : প্রত্যেক নামাজের পর তিন তাসবিহ পাঠের বিশেষ গুরুত্ব আছে। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'আমি কি তোমাদের এমন কিছু নেক কাজের আদেশ দেব? যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী, তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে সহায়ক হবে। তা হলো তোমরা প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার করে তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) এবং তাকবির (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। (বুখারি, হাদিস : ৮৪৩)

৫. কুরআন পাঠ ও পাঠদান : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।
(বুখারি, হাদিস : ৫০২৭)

৬. অসহায় লোকদের সাহায্য করা : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, নিচের হাত থেকে ওপরের হাত উত্তম। কেননা, ওপরের হাত হলো দানকারীর হাত, নিচের হাত হলো গ্রহণকারীর হাত। (বুখারি, হাদিস : ১৪২৯)

৭. মানুষকে খাদ্য খাওয়ানো ও সালাম দেওয়া : এক ব্যক্তি নবী সা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলামের কোন আমলটি উত্তম? তিনি বলেন, মানুষকে খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম প্রদান করা।
(বুখারি, হাদিস : ২৮)

৮. সুন্দর চরিত্র : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।
(বুখারি, হাদিস : ৩৫৫৯)

৯. বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলিমের পক্ষে বৈধ নয় তার কোনো ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সম্পর্কচ্ছেদ রাখা। যে তাদের দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হলে একজন একদিকে আরেকজন অন্যদিকে চেহারা ঘুরিয়ে নেয়, তাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি, যে প্রথম সালাম প্রদান করবে।
(বুখারি, হাদিস : ৬২৩৭)

১০. পরিবারের সঙ্গে উত্তম আচরণ : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।
(তিরমিজি, হাদিস : ৩৮৯৫)
মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ভূমিকম্পের সময় করণীয় আমল

ওয়াহেদ গাজী

প্রাকৃতিক দুর্যোগ- যথা ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, বরকত-শূন্যতা প্রভৃতি মানুষেরই কর্মের ফল। ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ে পৃথিবী ভারাক্রান্ত। ঝড়, ভারী বর্ষণ, সাইক্লোন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ এরই পরিণাম।
তবে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা অযথা কাউকে শাস্তি দিতে চান না; বরং মানুষের ওপর যে বিপদ আসে, তা তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।

ভূমিকম্পের সময় করণীয় আমল
ভূমিকম্পের সময় কিছু আমল করার মধ্য দিয়ে ক্ষতি থেকে বাঁচার সুযোগ রয়েছে। এসব আমল করতে করতে মারা গেলেও ইমানি মউতের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে নাজাত ও জান্নাত পাওয়ার সুযোগ থাকছে। হাদিস শরিফে আছে- 'যখন কোথাও ভূমিকম্প হয় অথবা সূর্যগ্রহণ হয়, ঝোড়ো বাতাস বা বন্যা হয়, তখন মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কাছে অতি দ্রুত তওবা করা, তার কাছে নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা এবং মহান আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।
এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা. নির্দেশে দিয়ে বলেছেন, 'দ্রুততার সঙ্গে মহান আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করো, তার কাছে তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করো'। (বুখারি ২/৩০; মুসলিম ২/৬২৮)
সুন্নত অনুযায়ী, ভূমিকম্পের সময় আমাদের জন্য আমল হচ্ছে আল্লাহর জিকির, তওবা করা ও আজান দেওয়া। আর আল্লাহর জিকিরের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত বা দোয়া পড়া।
দুর্যোগের সময় জিকিরের আরো উপায় হতে পারে দোয়া ও ইস্তিগফার পড়ার পর কুরআন তেলাওয়াত, তাসবিহ পাঠ বা জিকির করা।

তওবার দোয়া
> 'আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বিও ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।'
অর্থ: 'আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চাই সব পাপ থেকে এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে আসছি, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া গোনাহ থেকে বাঁচার ও নেক কাজ করার কোনোই শক্তি নেই'।
> 'আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজি ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি'।
অর্থ: 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)'।

যে কারণে কুরআনের ওপর ঈমান রাখা জরুরি

তালহা হাসান

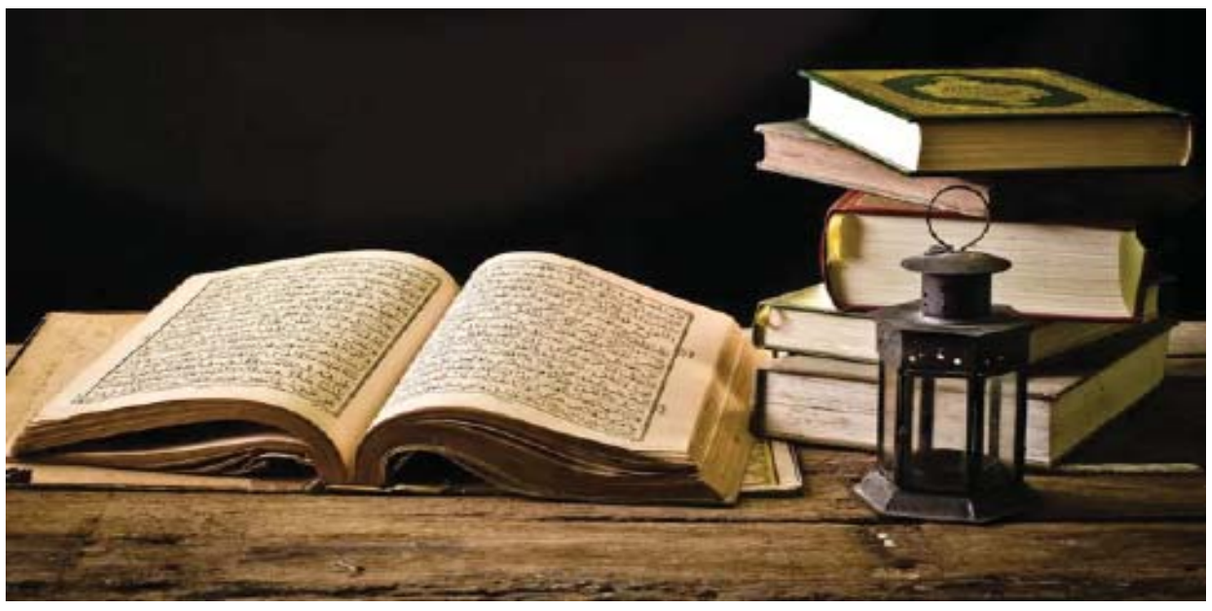

পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। মহান আল্লাহ তা শেষনবী মুহাম্মদ সা.-এর ওপর মানবজাতির ইহকাল ও পরকালের সার্বিক নির্দেশনা দিতে অবতীর্ণ করেছেন।কুরআনের সংজ্ঞায় বিশেষজ্ঞ আলেমরা বলেছেন, 'এটি মহান আল্লাহর কথা যা মুহাম্মদ সা.-এর ওপর ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। যা তিলাওয়াত করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।
' (মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন, পৃষ্ঠা : ১৬)
পবিত্র কুরআনের ওপর ঈমান রাখা সব মুমিনের কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে একাধিকবার এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা তাতে ঈমান আনো। তা তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী। তোমরা এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হবে না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ কোরো না। তোমরা শুধু আমাকে ভয় কোরো।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ৪১)
অতীতের সব আসমানি কিতাব বিশ্বাস করাকে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'মহান রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে রাসূল তার ওপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনরাও, সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলদের ওপর ঈমান এনেছেন।
' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৫)
পবিত্র কুরআন একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়নি। বরং তা দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সাধারণত সাহাবিরা কুরআনের আয়াত মুখস্ত করতেন। পাশাপাশি রাসূল সা.-এর তত্ত্বাবধানে ওহি লেখকরা পাথর, চামড়া, খেজুরের ডাল, বাঁশের টুকরোসহ বিভিন্ন স্থানে আয়াত লিখে বিক্ষিপ্তিভাবে সংরক্ষণ করা হয়। রাসূল সা.-এর মৃত্যুর পর হাফেজদের স্মৃতিতে ও বিভিন্ন স্থানে কুরআন সংরক্ষিত ছিল।
এরপর আবু বকর (রা.)-এর যুগে ওহি লেখক জায়েদ বিস সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে সুরার ধারাক্রম অনুসারে পুরো কুরআন সংকলিত হয়। হাফসা (রা.)-এর কাছে থাকা সেই কপির অনুসরণ করে পরবর্তীতে উসমান (রা.)-এর সংকলিত কুরআনের কপি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয় এবং বর্তমানে সেটাই তিলাওয়াত করা হয়। (আল-ইতকান, পৃষ্ঠা : ৬০/১)
রাসূল সা.-এর যুগ থেকে পবিত্র কুরআন সুরক্ষার ধারাক্রম নিয়ে আলেমদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। এই কারণে তা ইসলামী শরিয়তের অকাট্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত, অর্থাৎ কুরআনের প্রতিটি শব্দ, বাক্য, আয়াত, সুরা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। ইমাম আল-আমাদি (রহ.) বলেন, আলেমরা এ বিষয়ে একমত, আমাদের পর্যন্ত কুরআন যেভাবে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং আমরা যেভাবে কুরআন শিখেছি তাই শরিয়তের অকাট্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে। (আল-ইহকাম, পৃষ্ঠা : ১৩৮/১)
তাই কুরআনকে সত্য বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা, এর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করা সব মুমিনের কর্তব্য। ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর, ওই কিতাবের ওপর যা তিনি তাঁর ওপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ওই কিতাবের ওপর যা তিনি অতীতে অবতীর্ণ করেছেন। যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল ও আখিরাত প্রত্যাখ্যান করল সে মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হলো।' (সুরা: নিসা, আয়াত : ১৩৬)
কুরআনের কোনো অক্ষর, আয়াত বা অংশ অস্বীকার করা কুফরি। এ বিষয়ে উম্মাহর উলামাদের মধ্যে ঐক্য আছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-
ক. আবু উসমান আল-হাদ্দাস (রহ.) বলেন, আলেমরা এ বিষয়ে একমত যে বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রচলিত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর সংকলিত মাসহাফ পবিত্র কুরআন হিসেবে স্বীকৃত। এর কোনো অংশের ব্যাপারে সংশয় রাখা যাবে না। এর ভেতর যা আছে তা ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হবে না। মূলত সব সাহাবি ও মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যের ভিত্তিতে মাসহাফে উসমানির বিশেষ এ অবস্থান তৈরি হয়েছে। তাই এ কথা বলা যায় যে মাসহাফে উসমানির কোনো অংশের বিরুদ্ধাচরণ করল সে কুফরি করল। (আত-তামহিদ, পৃষ্ঠা : ২৭৮/৪)
খ. ইবনে কুদামাহ আল-মাকদিসি (রহ.) বলেন, মুসলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে কেউ একটি আয়াত বা সর্বসম্মত কোনো বাক্য বা অক্ষরের বিরুদ্ধাচরণ করলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। (আল-মুনাজারাতু ফিল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৩৩)
গ. ইমাম নববী (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআন দ্বিধাহীনভাবে সম্মান করা ও এর সুরক্ষার ব্যাপারে সবার সচেষ্ট হওয়া ওয়াজিব।
উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে কেউ কুরআনের সর্বসম্মত কোনো অক্ষর অস্বীকার করলে বা কোনো অক্ষর বৃদ্ধি করলে, যা আগে কেউ পড়েনি অথচ সে এ বিষয়ে অবগত তাহলে সে কাফির। (আল-মাজমুউ, পৃষ্ঠা : ১৯২/৩)
ঘ. আল্লাম কাজি ইয়াজ (রহ.) বলেন, কেউ কুরআন বা এর কোনো অক্ষর অস্বীকার করলে তার কুফরির ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'কেউ কুরআন বা মাসহাফ বা এর সামান্য অংশ নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বা গালমন্দ করে বা এর কোনো অক্ষরের বিরোধিতা করে বা এমন কিছু মিথ্যারোপ করে যে ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে কিংবা এমন কিছু সাব্যস্ত করে, যার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ সে এ বিষয়ে অবগত, তাহলে সে মুসলিম ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাফির বলে গণ্য হবে। (আল-শিফা, পৃষ্ঠা : ১১০৫)
ঙ. ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন, কেউ যদি মনে করে কুরআনের কিছু অংশ অপূর্ণ রয়েছে বা এতে বৃদ্ধি করা হয়েছে বা এর কিছু আয়াত গোপন রয়েছে অথবা মনে করে যে তার কাছে এমন ব্যাখ্যা আছে, যার কারণে আমলের প্রয়োজন হবে না, তাহলে নিঃসন্দেহে সে কুফরিতে রয়েছে। (আস-সারিম আল-মাসলুল, পৃষ্ঠা : ১২১/৩)
মহান আল্লাহ আমাদের যথাযর্থভাবে কুরআন অনুসরণের তাওফিক দিন। আমিন।

শেষ রাতে মহানবী সা.-এর আমল

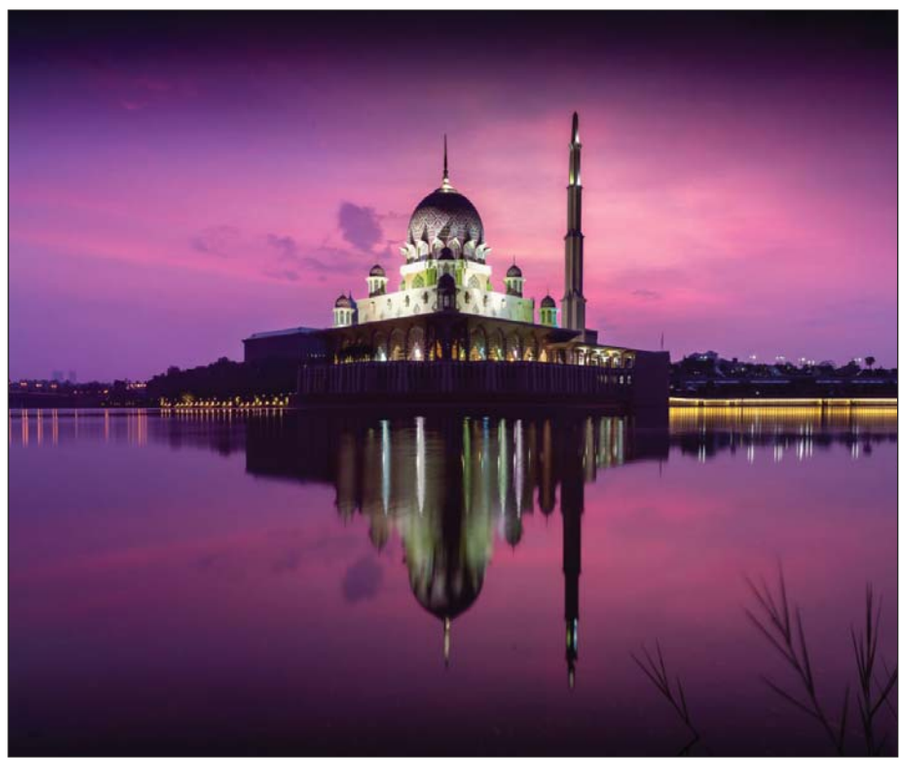

আপনজন ডেস্ক: শেষ রাতের আমল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে শেষ রাতে বিভিন্ন আমলের ওপর উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ প্রবৃত্তি দমনে অধিক সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল।' (সুরা : মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ৬)
দোয়া ও ইসতিগফার : শেষ রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, দোয়া করা ও কোনো কিছু চাইতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আমাদের রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকে। তিনি বলেন—কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দেব; কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৪৫)
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা : অন্য হাদিসে এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন, রাতে আল্লাহ তার দয়ার হাত প্রসারিত করেন যেন দিবসের অপরাধী তার কাছে তাওবা করে। এমনিভাবে দিনে তিনি তার হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতের অপরাধী তাঁর কাছে তাওবা করে। এমনিভাবে দৈনন্দিন চলতে থাকবে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম, হাদিস : ৬৮৮২
সাধ্যমতো নফল নামাজ পড়া : শেষ রাতের নামাজ পড়ার প্রশংসা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করো তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭৯)
কুরআন পাঠ করা : কুরআন একটি মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। আর রাতের বেলা এ আমলের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বস্ত্রাবৃত! রাতে নামাজে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া, রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম। অথবা তার চেয়ে বাড়াও আর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ করো।' (সুরা : মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ১-৪)
তাসবিহ ও জিকির করা : রাতের ইবাদত শুধু নামাজ ও কুরআন পাঠেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কিছু সময় আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করাও অনেক সওয়াবের। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং রাতের একাংশেও তুমি তাঁর তাসবিহ পাঠ করো এবং নামাজের পরও।' (সুরা : কাফ, আয়াত : ৪০)
অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'আর রাতের একাংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা কোরো এবং দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর তাসবিহ পাঠ করো।' (সুরা : দাহর, আয়াত : ২৬)
মহান আল্লাহ আমাদের আমল কবুল করুন।

একজন মুসলিমের যে ১০টি কাজ করতে মানা

আপনজন ডেস্ক: আবু হুরায়রা (রা.)-র বরাতে নিচের হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে।
আবু হুরায়রা (রা.) জানিয়েছেন যে রাসূল সা. বলেছেন, 'পরস্পর হিংসা কোরো না, একে অন্যের জন্য নিলাম ডেকে দাম বাড়িও না, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে যেয়ো না, একজনের কেনার ওপর দিয়ে আরেকজন ক্রয় করো না। হে আল্লাহর বান্দারা, পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।
মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে নিঃসঙ্গ ও অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয় না। সে তার কাছে মিথ্যা বলে না, তাকে অপমান করে না। তাকওয়া হচ্ছে এখানে–' এই বলে তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। 'কেউ যদি তাঁর মুসলমান কোনো ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে, তার জন্য সেটুকু মন্দই যথেষ্ট। এক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।

মহানবী সা.-এর ঘোষণায় যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে

আহমাদ ইজাজ

পরকালে হিসাবের সময় মানুষের পূর্বাপর সব আমল উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখে গেছে।' (সুরা : কিয়ামা, আয়াত : ১৩)
কিয়ামতের বিভীষিকাময় ময়দানে কেউ কারো হবে না। সবাই ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি করতে থাকবে।
এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে, 'সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা, নিজের পিতা, নিজের স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে পালাবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর সেদিন এমন সময় এসে পড়বে, সে নিজেকে ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ করার মতো অবস্থা থাকবে না।' (সুরা : আবাসা, আয়াত : ৩৪-৩৭)
আল্লাহ তাঁর কতিপয় বান্দার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করবেন। ফলে তিনি তাদের হিসাব থেকে মুক্তি দেবেন।
তিনি তাদের বলবেন, 'নিশ্চয়ই আমি দুনিয়ায় তোমার অপরাধ আড়াল করেছিলাম, আজ আমি তোমার সে অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৭০)
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমার মহান প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের কোনো রকম শাস্তিও হবে না। প্রতি হাজারের সঙ্গে থাকবে আরো ৭০ হাজার করে এবং আরো থাকবে আমার মহান প্রতিপালকের তিন মুঠো পরিমাণ। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২৮৬)
হাশরের মাঠে ভয়াবহ অবস্থা সত্ত্বেও কিছু মানুষ বিনা বিচারে বা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।
এ বিষয়ে হাদিস শরিফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহ.) বলেন, একদিন রাসূল সা. বলেন, আমার কাছে সব উম্মতের লোকদের উপস্থাপন করা হলো। আমি দেখলাম, কোনো নবীর সঙ্গে মাত্র সামান্য কয়জন (তিন থেকে সাতজন অনুসারী) আছে। কোনো নবীর সঙ্গে একজন অথবা দুজন লোক রয়েছে। কোনো নবীকে দেখলাম তাঁর সঙ্গে কেউ নেই! এরই মধ্যে বিরাট একটি জামাত আমার সামনে পেশ করা হলো। আমি মনে করলাম, এটাই বুঝি আমার উম্মত।
কিন্তু আমাকে বলা হলো যে এটা হলো মুসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর উম্মতের জামাত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান। অতঃপর আমি সেই দিকে তাকাতেই আরো একটি বিরাট জামাত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হলো যে এটি আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে এমন ৭০ হাজার লোক আছে, যারা বিনা হিসাবে ও বিনা আজাবে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথা বলে তিনি (আল্লাহর রাসূল) উঠে নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা (উপস্থিত সাহাবিরা) ওই সব জান্নাতি লোকের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে দিল, (কারা হবে সেই লোক) যারা বিনা হিসাবে ও বিনা আজাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে? কেউ কেউ বলল, সম্ভবত, ওই লোকেরা হলো তারা, যারা আল্লাহর রাসূল সা.-এর সাহাবা তারা। কিছু লোক বলল, বরং সম্ভবত ওরা হলো তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সঙ্গে কখনো কাউকে শরিক করেনি। আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছুক্ষণ পরে আল্লাহর রাসূল সা. তাদের কাছে বের হয়ে এসে বলেন, তোমরা কী ব্যাপারে আলোচনা করছ? তারা ব্যাপারটি খুলে বললে আল্লাহর রাসূল সা. বলেন, (বিনা বিচারে জান্নাতি লোক) হলো তারা, যারা–
(ক) দাগ কেটে রোগের চিকিৎসা করায় না,
(খ) অন্যের কাছে রুকইয়া বা ঝাড়ফুঁক করে দিতে বলে না এবং
(গ) কোনো জিনিসকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করে না,
(ঘ) বরং তারা শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে। এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনু মিহসান নামের একজন সাহাবি উঠে দাঁড়ালেন এবং বলেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন! তিনি বলেন, তুমি তাদের মধ্যে একজন।
অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমার জন্যও দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন। তিনি বলেন, উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৭০৫, ৩৪১০; তিরমিজি, হাদিস : ২৪৪৬)
মহান আল্লাহ আমাদের বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার তাওফিক দান করুন।

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-
আমরা মদিনায় মুহাম্মদ সা: প্রবর্তিত কিছু সংস্কার দেখব; তিনি কীভাবে একজন ব্যক্তির ধর্ম বা ব্যক্তিগত বিশ্বাস নির্বিশেষে 'নিরাপত্তা অর্জনের জন্য' আস্থা ও দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করেছিলেন।
আমরা তার নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জগুলোও দেখব এবং কিভাবে মুহাম্মদ সা: তাঁর নেতৃত্বের বিরোধিতাকারী এবং সমস্যা সৃষ্টিকারীদের মোকাবেলা করেছিলেন তার প্রতিও নজর দেবো। আমরা মুহাম্মদ সা:-এর কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষার একটি পরিসীমা আঁকব।
মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে তিনটি বড় যুদ্ধের পর (বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ) কিভাবে মুহাম্মদ সা: ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুর এক বছর আগে মক্কা দখল না করা পর্যন্ত তাঁর প্রভাব স্থিরভাবে প্রসারিত করতে সক্ষম হন।
যোগ্য নেতৃত্ব
মুহাম্মদ সা: ৬২২ সালের জুন মাসে ইয়াসরিব (পরে নাম পরিবর্তন করে মদিনা) আসার পর সেখানে একটি নতুন বাস্তবতা তৈরি করেন। তিনি দ্রুত তাঁর নতুন শহরের উন্নতির জন্য কাজ শুরু করেন, পরিকল্পিতভাবে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যা ধর্মীয় অনুষঙ্গ নির্বিশেষে সব মানুষকে উপকৃত করে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ইয়াসরিবকে একটি পবিত্র শহর হিসেবে ঘোষণা করেন, যেখানে মক্কার মতো যুদ্ধ সঙ্ঘাত নিষিদ্ধ করা হয়। শহরের বাসিন্দাদের তাদের নিজেদের সম্মিলিত নিরাপত্তার জন্য দায়ী করার বিধান হয়। এক হাদিস অনুসারে, নবী সা: বলেছেন, 'আমি মদিনাকে হারাম করেছি, যেভাবে ইবরাহিম আ: মক্কাকে হারাম করেছিলেন। '
মদিনার জনগণ তার নেতৃত্বে সন্তুষ্ট ছিল এমনকি অবিশ্বাস্যভাবে যদিও সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আসলে অমুসলিম ছিলেন এবং মুহাম্মদ সা:কে তারা নবী মনে করেননি। মদিনায় মুহাম্মদ সা:-এর শাসন একজন নবী হিসেবে ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত শাসন ছিল না সেটি ছিল আইনের দ্বারা শাসন। জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাঁকে নিজেদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করার গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করা কোনোভাবেই উচিত নয়। কারণ এটি দীর্ঘদিন ধরে গোত্রীয় লাইনে বিভক্ত মদিনার জন্য নজিরবিহীন একটি বিষয় ছিল। বিশেষত বাইরের একজনকে একক নেতা এবং আরো কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের সাথে সম্মত হওয়ার বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। মদিনার মরূদ্যানের মধ্যে থাকা প্রতিটি গোত্র এক একটি গ্রামে নিজেদের মতো করে বসবাস করতেন। প্রতিবেশী গ্রাম থেকে দুর্গ, কৃষিজমি বা খালি জমি যা অন্য কোনো কিছু দিয়ে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। আর প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব শেখ বা নেতা তার গোত্রের বিষয়গুলোর দেখাশোনার জন্য দায়ী ছিল। এই বিভাজনে প্রতিটি গ্রাম ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। আর এর অর্থ ছিল অবিরাম উপজাতীয় যুদ্ধ বা যুদ্ধের হুমকির মতো এক একটি পরিস্থিতি। এটি এখানকার জনসংখ্যাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল যেখানে তারা একটি আমূল সমাধানের (দ্বন্দ্ব শেষ করতে কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব এবং একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব) জন্য প্রস্তুত ছিল।
প্রকৃত নেতৃত্বের ভিত্তি
ইয়াসরিব বা মদিনার জনগণ মুহাম্মদ সা:-এর নেতৃত্বকে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তার আগমনের আগে থেকেই সেখানে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ভয় বা বাধ্যবাধকতার জন্য নয়, তার যোগ্যতার প্রতি শ্রদ্ধার জন্য এটি করেছিলেন। **(ক্রমশ...)**

সুরা ইয়াসিনের সার কথা

ফেরদৌস ফয়সাল

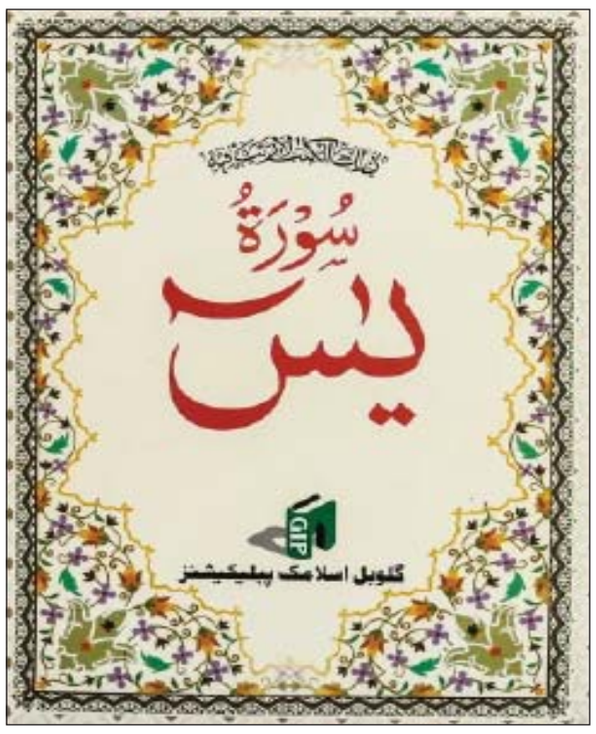

সুরা ইয়াসিন পবিত্র কুরআনের ৩৬তম সুরা। সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এর ৫ রুকু, ৮৩ আয়াত। প্রথম দুটি অক্ষর থেকে এই সুরাটির নাম। মহানবী সা. এই সুরাকে পবিত্র কুরআনের হৃৎপিণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর একত্ব ও মহানবী সা.-এর রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অংশীবাদের সমালোচনা, পৌত্তলিকদের অমরতা, অবিশ্বাসীদের কূটতর্কের উল্লেখ করে ইসলামের সত্যতা ও কিয়ামতের পুনরুত্থানের বর্ণনা রয়েছে। মহানবী সা. বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত এই সুরা পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা উন্মুক্ত থাকবে। রোদ-তাপ ও বিপদ-আপদ নিরসন, মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব এবং মৃত ব্যক্তির শান্তির জন্য তার কবরের পাশে এ সুরা পাঠ করা হয়।
শান্তিপূর্ণ মৃত্যুর জন্য এ সুরাটি অনেকে পড়ে থাকেন। এ সুরা আমল করার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত পূণ্য। সুরার শুরুতে আল্লাহ রাসূল সা. রিসালাতের সত্যতার ব্যাপারে কুরআনে শপথ করেছেন। এরপর কুরাইশ কাফেরের আলোচনা করা হয়েছে, যারা কুফর ও গোমরাহ করত, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। এরপর এক জনপদের আলোচনা করা হয়েছে, যারা একে একে তিনজন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। আল্লাহ সেই জনপদের হেদায়েতের জন্য নবী পাঠানো সত্ত্বেও তারা হেদায়েতের পথে চলেনি। তারা একে একে তিনজন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। তখন এক ব্যক্তি দৌড়ে সে সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে আসেন। মুফাসসিররা বলেন, তাঁর নাম ছিল হাবিবে নাজ্জার। তিনি বলেন, নবীদের পীড়ন করলে আল্লাহর আজাব নেমে আসতে পারে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করে তাদের নবীদের অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। এর পর সবার সামনে নিজের ইমান আনার ঘোষণা দিলে সবাই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে। মৃত্যুর পর তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন।
আল্লাহর প্রতিশ্রুত জান্নাতের নেয়ামত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাওয়ার পর তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে, আল্লাহ যে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমাকে সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান করেছেন, আমার সম্প্রদায় যদি তা জানত! (তাফসিরে ইবনে কাসির)
আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব এবং সৃষ্টির বিষয় কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। বৃষ্টি ঝরিয়ে মাটিকে সতেজ রাখা, দিন-রাত ও চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্ব, সমুদ্রে চলাচলরত জাহাজ ও নৌকা ইত্যাদি জাগতিক সচলতা হিসেবে আল্লাহ্ যেসব নিয়ামত দেয়েছেন, তার বিবরণ এতে রয়েছে। এ সুরার বিষয়বস্তু: মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। এ সুরায় বলা হয়েছে, 'আমি মৃতকে জীবিত করি আর লিখে রাখি ওরা যা পাঠায় ও ওদের যে পায়ের চিহ্ন রেখে যায়। এক সুস্পস্ট গ্রন্থে আমি সব সংরক্ষণ করে রেখেছি।' (আয়াত: ১২)
নবীদের প্রতি যারা ইমান এনেছে এবং নবীদের যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে–উভয় দলের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন এবং তাদের প্রতিদানও এতে বর্ণনা করা হয়েছে। যুক্তি দিয়ে এতে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বর্ণনা করা হয়েছে। সুরা ইয়াসিনে রয়েছে মোমিন ও কাফিরদের প্রতি প্রতিদানের কথা এবং জাগতিক নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করে আল্লাহ যে একত্ব ও অদ্বিতীয় তার নিশ্চয়তা বিধান।
যে রাসূলদের প্রতি ইমান আনে এবং তাদের সত্যায়ন করে, সে স্বজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং জীবনে-মরণে তাদের কল্যাণ কামনা করে। বিশ্বাসীরা আরেক বিশ্বাসীতে সহায়তা করে। একে অপরের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়।
বিশ্বজগতের সৃষ্টি, বিন্যাস ও শৃঙ্খলা অবিশ্বাস্য সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। এর উদাহরণ অগণিত। এমন সময় কিয়ামত এসে হানা দেবে, যখন মানুষ বাজারে কেনাকাটার মতো দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যস্ত থাকবে। কুরআন থেকে কেবল জীবিতরাই উপকৃত হতে পারে।
শিঙায় দুটি ফুৎকারের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন: প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীর সবাই ভীত-প্রকম্পিত হবে, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করেন, তারা ছাড়া সবাই মারা যাবে।
আল্লাহ বলেন, 'আর যেদিন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আসমানমণ্ডলী ও জমিনের সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন তারা ব্যতীত এবং সকলেই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়। আর (কিয়ামতের দিন) শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তারা ব্যতীত আসমানমণ্ডলী ও জমিনের সবাই।' এ সুরায় রয়েছে রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ সা. সত্যতা এবং তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য। মানুষের সমস্ত কর্ম ও কর্মের প্রভাব এতে লেখা রয়েছে। অতীতে অনেকেই রাসূলদেরও প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু পুনরুত্থান ও বিচার অনিবার্য। মানুষের কল্যাণে চাঁদ ও সূর্যের জন্য আল্লাহ কক্ষপথ ও অক্ষপথ নির্ধারণ করেছেন। কিয়ামত সংঘটিত হবে একটি প্রচণ্ড শব্দে। দ্বিতীয়বার সিঙায় ফুঁ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পুনরুত্থিত হবে। মানুষের পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ডের ন্যায্য বিচার করা হবে। সেদিন পূর্ণবানদের থেকে পাপীদের আলাদা করা হবে। কারণ শয়তান সম্পর্কে মানুষকে দুনিয়াতেই সতর্ক করা হয়েছিল। পাপীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

নাউজুবিল্লাহর তাৎপর্য

আপনজন ডেস্ক: কোনো খারাপ কিংবা মন্দ কাজ দেখলেই অনেকে বলে থাকেন নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক বা সংক্ষেপে নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ একটি দোয়া, যা অন্যায় কাজ থেকে হেফাজত করে। এ দোয়ার মাধ্যমে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়। এর অর্থ হলো, 'এই খারাপ বা অন্যায় কাজ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' খারাপ ও ইসলামবিরোধী কোনো কথা শুনলে, কাজ হতে দেখলে বা ভুলবশত নিজে করলে বা করতে শুরু করলে আল্লাহর কাছে মুক্তি বা আশ্রয় চাওয়ার জন্য এই দোয়া পড়তে হয়।
'নাউজু' শব্দের অর্থে 'আমি আশ্রয় চাই' বা 'বিরত থাকতে চাই'। 'বিল্লাহি' অর্থ 'আল্লাহর কাছে'। 'মিন জালিক' এই (খারাপ-মন্দ-অন্যায়-অপরাধ) থেকে। অর্থাৎ আমি এই খারাপ কাজ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।
হাদিসে আছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সা. আশ্রয় প্রার্থনা করতেন অদৃষ্টের অনিষ্ট থেকে, দুঃখ পাওয়া থেকে, শত্রুদের আনন্দ থেকে এবং বালা-মুসিবতের কষ্ট থেকে। (বুখারি ও মুসলিম)
অন্যায়-মন্দ কাজ সংঘটিত হতে দেখলে বা নিজেরা এতে জড়িত হয়ে গেলে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক' পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা জরুরি।

চলে গেলেন তুরস্কের প্রবীণ আলেম রাজনীতিবিদ

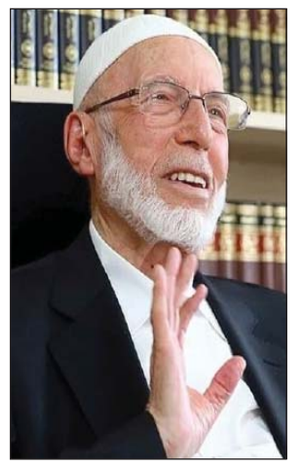

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রবীণ আলেম রাজনীতিবিদ ও ধর্মবিষয়ক অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান ড. লুতফি দুগান ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। গত সোমবার (৪ নভেম্বর) আংকারার বাসকেন্ট ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৯৩ বছর।
তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়ে এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বলেন, 'তুরস্কের ধর্মবিষয়ক সাবেক প্রধান ও ইসলামী পণ্ডিত লুতফি দোগানের মৃত্যুত আমি গভীর শোক জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর অনুগ্রহ করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের ধৈর্য ধারণের তাওফিক দিন।'
লুতফি দোগান ১৯৩০ সালে গুমুশানে প্রদেশের সালিয়াজি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ ফাহমি আফেন্দির কাছে তিনি পবিত্র কুরআন শিক্ষা লাভ করেন এবং খালু হাফেজ ফাওজি আফেন্দির কাছে হিফজ সম্পন্ন করেন।
তৎকালীন সময়ের বড় বড় আলেমদের কাছে আরবি ভাষা, কিরাআত ও তাজবিদ বিষয়ক শিক্ষা লাভ করেন। স্থানীয় উজকান মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন।
পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে ধর্মবিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় অনুষ্ঠিত ইফতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন শহরের সহকারী মুফতি ও মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহ বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন এবং ধর্মবিষয়ক অধিদপ্তরের উপপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিভাগের প্রধান ছিলেন।
তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দিন এরবেকানের আহ্বানে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং দুই মেয়াদে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে সংঘটিত অভ্যুত্থানের পর তিনি চার মাস কারাবন্দি ছিলেন।
বহু ভাষায় পারদর্শী এই আলেম ১৯৮৭ সালে ইসলামিক সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিশিং ফাউন্ডেশন নামে একটি ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন এবং এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

‘টাইম’-এর বর্ষসেরা অ্যাথলেট মেসি

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সাময়িকী ‘টাইম’-এর ২০২৩ সালের সেরা অ্যাথলেট হয়েছেন লিওনেল মেসি। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে অবিশ্বাস্য প্রভাব ফেলায় তাঁকে বার্ষিক এই সম্মানে ভূষিত করেছে টাইম। প্রথম ফুটবলার হিসেবে এই পুরস্কার পেলেন মেসি।

গত জুলাইয়ে মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর মেসি ক্লাবটিকে লিগস কাপ জেতান। ৭ ম্যাচে ১০ গোল করে এই টুর্নামেন্টে মায়ামিকে প্রথম শিরোপা এনে দেন আর্জেন্টাইন তারকা। মায়ামির ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালে ওঠায়ও বড় অবদান ছিল মেসির। যদিও ফাইনালে হেরেছিল টাটা মার্তিনোর দল। চোটের কারণে মেসিও ম্যাচটি খেলতে পারেননি। মায়ামিতে প্রথম মৌসুমে ১৪ ম্যাচে ১১ গোল করেছেন মেসি, এর সুবাদে ক্লাবটি এমএলএস প্লে-অফে খেলার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। টাইম ২০১৯ সাল থেকে ‘অ্যাথলেট অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দিয়ে আসছে। সে বছর সম্মানসূচক এ পুরস্কার পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবল দল। পরের বছর পুরস্কারটি পেয়েছেন বাস্কেটবল তারকা লেব্রন জেমস। ২০২১ সালে পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জিমন্যাস্ট সিমোন বাইলস। গত বছর এ পুরস্কার জেতেন নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কির বেসবল তারকা অ্যারন জাজ। আর এবার প্রথম ফুটবলার হিসেবে একই বিজয়মাল্য উঠল মেসির গলায়।

এ বছরের অক্টোবরে ক্যারিয়ারের অষ্টম ব্যালন ডি’অর জেতা মেসি গত বছর আর্জেন্টিনাকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ। এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে মায়ামিতে যোগ দিয়ে ঠিকই আবার জ্বলে ওঠেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

টাইমের বর্ষসেরা অ্যাথলেট হওয়ার পর সাময়িকীটিকে মেসি জানিয়েছেন, মায়ামিতে যোগ দেওয়ার আগে তাঁর কাছে আরও কিছু প্রস্তাব ছিল। বার্সেলোনায় ফেরার কথা বিবেচনা করেছিলেন, আবার সৌদি আরব থেকে প্রচুর টাকা আয়ের যে প্রস্তাব ছিল, সেটাও ভেবে দেখেছেন। মেসির ভাষায়, ‘সত্যটা হলো, সৌভাগ্যবশত আমার কাছে বিকল্প ছিল। এগুলো নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছে এবং মায়ামিতে যোগ দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে।’ আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম ‘মুন্দো আলবিসেলেস্তে’ টাইমকে বলা মেসির কথা আরও বিশদভাবে জানিয়েছে, ‘সবার আগে বার্সেলোনায় ফেরার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ফেরার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু হয়নি। এটাও সত্য যে সৌদি আরবে ফেরার কথাও ভেবেছি শেষ দিকে। তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক লিগ বানিয়েছে, যেটা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। দেশটির পর্যটনদূত হিসেবে আমাকে ব্যাপারটি টেনেছিল। আর সেখানে যা যা দেখেছি, ভালোও লেগেছিল। সৌদি আরব ও এমএলএস—দুটি জায়গাই খুব আগ্রহোদ্দীপক ছিল আমার জন্য।’ মায়ামির হয়ে অভিষেক ম্যাচে ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ফ্রি-কিক থেকে গোল করেছিলেন মেসি। এ নিয়ে মায়ামির সহমালিক ডেভিড বেকহাম বলেছেন, ‘মনে আছে, গাড়িতে উঠে ফেরার সময় ভিক্টোরিয়াকে বলছিলাম, “মনে হয় না গাড়ি চালিয়ে ফিরতে পারব।” এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না।’

মুশফিকুরের ২২ গজের ভুল লালবাজারের সাইবার ক্রাইমের বড় হাতিয়ার

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ বনাম নিউজ়িল্যান্ড ম্যাচে ‘অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড’ করে আউট হয়ে যান মুশফিকুর। হাত দিয়ে বল আটকে আউট হওয়ার ধরনকে উদাহরণ করে কলকাতা পুলিশ সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে লেখেন, “লিঙ্ক হোক বা বল ছুঁলেই গ্যাঁড়াকল”। অনেকেই মোবাইলে আসা কোনও লিঙ্কে ক্লিক করে ফেলেন। তাতে প্রতারকরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেয়। মানুষকে সাবধান করতে এই পোস্ট করেছে কলকাতা পুলিশ। ইদানিং সাইবার ক্রাইম এর ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বত্র। তাই নাগরিকদের সচেতন করতে প্রচারে এই হাতিয়ার লালবাজারের।বাংলাদেশের হয়ে ব্যাট করতে নেমে বড় ভুল করেছিলেন মুশফিকুর রহিম। তাঁর সেই ভুল ধরেই সাইবার অপরাধ রোধে ব্যঙ্গ করল কলকাতা পুলিশ। হাত দিয়ে বল আটকে আউট হয়েছিলেন মুশফিকুর। কলকাতা পুলিশ মনে করিয়ে দিল শুধু বল নয়, লিঙ্ক ছুঁলেও রয়েছে ভয়ংকর বিপদ।বুধবার বাংলাদেশ বনাম নিউ জ়িল্যান্ড ম্যাচে ৪১তম ওভারে কাইল জেমিসনের একটি শর্ট লেংথ বল ক্রিজে দাঁড়িয়ে খেলেন মুশফিকুর। বলটি পিচে ড্রপ করে লাফিয়ে ওঠে। মুশফিকুর আচমকা সেই বল হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেন। সেই বলটি উইকেটে লাগার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না। কিন্তু যে হেতু বলটি ‘ডেড’ হওয়ার আগেই মুশফিকুর ইচ্ছাকৃত ভাবে হাত দিয়ে সরিয়ে দেন, তাই নিউ জ়িল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা ‘অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড’ আউটের আবেদন করেন। মাঠে থাকা আম্পায়ারেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তাঁরা তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত নিতে পাঠান। তৃতীয় আম্পায়ার আহসান রাজা মুশফিকুরকে আউট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।মুশফিকুরের ওই আউট দেখার পর অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় কড়া শব্দে সমালোচনা করেছেন মুশফিকুরের। তামিম বলে ওঠেন, “এক জন ক্রিকেটার, যে ৮০টারও বেশি ম্যাচ খেলেছে, তার জানা উচিত এ ধরনের কাজ করা যায় না। অনুশীলনে এ রকম কাজ করার অভ্যেস থাকলে তবেই এটা হতে পারে। নেটে ব্যাট করার সময় অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাটসম্যানরা বল হাতে ধরে এবং বোলারকে সেটা ফিরিয়ে দেয়। হয়তো অজান্তেই মুশফিকুর সেই কাজ করে ফেলেছে এবং হাত দিয়ে বল ধরে নিয়েছে। কিন্তু সেটা কোনও অজুহাত হতে পারে না।” আর এই মাঠের বাইশ গজের ঘটনাটি এখন কলকাতা পুলিশের লালবাজারের সাইবার ক্রাইম সর্তকতা মূলক প্রচারের বড়□হাতিয়ার।

যত দিন হাঁটার শক্তি থাকবে, তত দিন আইপিএলে ম্যাক্সওয়েল

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, ‘হাঁটাচলা বন্ধের’ আগপর্যন্ত আইপিএলে দর্শকদের বিনোদিত করবেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও জিততে চান ম্যাক্সওয়েল। বিশ্বকাপের পর ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তিন ম্যাচ খেলে দেশে ফিরেছেন ম্যাক্সওয়েল। গ্যাবায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিগ ব্যাশের প্রথম ম্যাচে ব্রিসবেনের বিপক্ষে মেলবোর্ন স্টারসের নেতৃত্ব দেবেন এই তারকা অলরাউন্ডার। আইপিএলে তাঁর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ৩৫ বছর বয়সী ম্যাক্সওয়েলের আশা, আগামী বছর জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে যত বেশি সম্ভব অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা যেন আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা পান। মেলবোর্ন বিমানবন্দরে আজ ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, ‘ভবিষ্যতে আমি যত টুর্নামেন্ট খেলব, তার মধ্যে সম্ভবত আইপিএলই হবে শেষ টুর্নামেন্ট। আমি তখনই আইপিএল ছাড়ব, যখন আর হাঁটতে পারব না।’ আইপিএলের প্রশংসায় ম্যাক্সওয়েল যোগ করেন, ‘আমার ক্যারিয়ারে আইপিএল কতটা ভালো ভূমিকা রেখেছে, সেটা নিয়েই কথা বলছিলাম; যাদের সঙ্গে মিশেছি, যেসব কোচের অধীন খেলেছি, যেসব আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছি—আমার ক্যারিয়ারে টুর্নামেন্টটির অবদান বলে শেষ করা যাবে না।’ ম্যাক্সওয়েল একটি উদাহরণও দিয়েছেন, ‘দুই মাস এবি ডি ভিলিয়ার্স এবং বিরাট কোহলির সতীর্থ হবেন, অন্য ম্যাচ দেখতে দেখতে তাদের সঙ্গে আলাপ হবে। শেখার জায়গা থেকে ভাবলে কোনো ক্রিকেটারের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু আর চাওয়ার নেই।’ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে আইপিএলে বেশি বেশি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার দেখতে চান ম্যাক্সওয়েল, ‘আশা করি, অনেক অস্ট্রেলিয়ান আইপিএলে খেলতে পারবেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে কন্ডিশনের মিল আছে, একটু শুকনা ও স্পিন ধরে।’ সাদা বলের সংস্করণে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল এখন ফুরফুরে মেজাজে আছে। গত মাসেই ভারতের মাটিতে জিতেছে বিশ্বকাপ। কিন্তু ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর গত বছর ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করে শিরোপা ধরে রাখতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেন ম্যাক্সওয়েল আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেন ম্যাক্সওয়েলছবি: বিসিসিআই কিন্তু এখন অস্ট্রেলিয়ার সামনে ইংল্যান্ডের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও জয়ের সুযোগ। ম্যাক্সওয়েল এ নিয়ে বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ জয়ের পরই আমরা পরের লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলেছি। আশা করছি, বিবিএল মৌসুমটাও দারুণ কাটবে।’

চাঁদায় গোজি খেলায় মানুষের ঢল

বাইজিদ মণ্ডল● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ও ৬০তম বর্ষে চাঁদা গ্রাম বাসিবৃন্দের সহযোগিতায় ও চাঁদা জীবন জ্যোতি ক্লাবের পরিচালনায় তিন দিন ব্যাপী ২০২৩ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চাঁদা নয়া পারা প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার ও জেলা পরিষদের সদস্যা মণমহিনি বিশ্বাস সহ অনন্যা পুলিশ প্রশাসন ও বিশিষ্ঠ ব্যাক্তি রা। বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া ঐতির্যপূর্ণ গজী খেলার শেষ দিনে মানুষের ঢোল ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি বাৎসরিক ক্রীয়া খেলার মাঠে কয়েক হাজার দর্শকদের সামনে নিত্য পরিবেশন করেন রিফা পারভিন এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করে মানুষের মন জয় করেন নওশীন মারিয়া। দেখতে দেখতে চাঁদা গ্রাম বৃন্দের সহযোগিতায় এবং এবছর চাঁদা জীবন জ্যোতি ক্লাবের পরিচালনায় আজ ৬০ তম বর্ষে পদার্পণ করলো এই গোজী খেলা। এমন খেলা এখনও পর্যন্ত ধরে রাখতে পারাতে ধন্যবাদ জানায় এলাকার বহু মানুষ।

পাকিস্তানের কোচ হওয়ার ব্যাপারে যা বললেন অজয় জাদেজা

আপনজন ডেস্ক: ‘পাকিস্তানও একসময় আফগানিস্তানের মতো ছিল’—এমন মন্তব্য করে অজয় জাদেজা বলেছেন, পাকিস্তানের কোচের দায়িত্ব নিতে তিনি ‘প্রস্তুত’। বিশ্বকাপে আফগানিস্তান দলের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন ভারতের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ খেলা জাদেজা। ভারতে হয়ে যাওয়া বিশ্বকাপে ভালো করতে পারেনি পাকিস্তান। বাবর আজমের দল গ্রুপ পর্বে ৯ ম্যাচের মধ্যে ৪টিতে জিতে বিদায় নেয় সেমিফাইনালের আগেই। এমন বিপর্যয়ের পর টিম ম্যানেজমেন্ট ও বোর্ডে এসেছে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন। প্রধান কোচ গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্ন, ক্রিকেট ডিরেক্টর মিকি আর্থার থাকছেন না অস্ট্রেলিয়া সিরিজে। সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ হাফিজকে করা হয়েছে টিম ডিরেক্টর, অস্ট্রেলিয়া সফরের পর নিউজিল্যান্ড সিরিজে যিনি থাকবেন প্রধান কোচের দায়িত্বেও। বাবর আজম তিন সংস্করণেরই অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন। টেস্টে শান মাসুদ ও টি-টোয়েন্টিতে বাবরের উত্তরসূরি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে শাহিন শাহ আফ্রিদির নাম। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের পাঁচটি হারের একটি ছিল আফগানিস্তানের বিপক্ষে। পাকিস্তানের বিপক্ষে যেটি ছিল আফগানিস্তানের প্রথম ওয়ানডে জয়। সে ম্যাচের পর পাকিস্তান দল নিয়ে হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা।

স্পোর্টস তাকের এক আলোচনায় জাদেজাকে বলা হয়েছিল, পাকিস্তানে তাঁকে কোচ করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে জাদেজা হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমি প্রস্তুত।’ প্রতিপক্ষ হিসেবে জাদেজার কাছে পাকিস্তান অবশ্য বেশ পরিচিতই। ক্যারিয়ারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে তিনি খেলেছেন ৪০ ম্যাচ। তবে দুই দেশের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তাতে যে জাদেজার পাকিস্তানের কোচ হওয়ার মতো কিছু ঘটা প্রায় অসম্ভব, তা বলাই যায়। নিশ্চিতভাবে জাদেজাও সেটি জানেন। তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এরপর দুই দলের মিল প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আমি আফগানিস্তানের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করেছি। আমার বিশ্বাস, (পুরোনো) পাকিস্তানও একসময় এখনকার আফগানিস্তানের মতো ছিল।’ ১৯৯৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে জাদেজা, ক্যারিয়ারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে তিনি খেলেছেন ৪০ ম্যাচ ১৯৯৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে জাদেজা, ক্যারিয়ারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে তিনি খেলেছেন ৪০ ম্যাচএএফপি সেটি কীভাবে, এর ব্যাখ্যায় ৫২ বছর বয়সী জাদেজা বলেন, ‘আপনি একসঙ্গে বসে সতীর্থের মুখের ওপরই যা ইচ্ছা তাই বলে দিতে পারেন।’ আফগানিস্তানের পরামর্শক হিসেবে কাজ করার আগে জাদেজার কোচিং প্রোফাইলে সবচেয়ে বড় দিক ছিল ২০১৫ সালে রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লিকে কোচিং করানো। তবে দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে তাঁর মতামতের কোনো মূল্য নেই—এমন অভিযোগ তুলে সে পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

আলভেজের ১২ বছর কারাদণ্ডের দাবি ভুক্তভোগীর আইনজীবীদের

আপনজ ডেস্ক: যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ব্রাজিলের ফুটবলার দানি আলভেজের ১২ বছরের কারাদণ্ড দাবি করেছেন ভুক্তভোগীর আইনজীবীরা। অভিযোগ তোলা নারীর আইনজীবীরা গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুরোধ করেন আদালতের কাছে। দুই সপ্তাহ আগে স্পেনের কৌঁসুলিরা একই অভিযোগে আলভেজের ৯ বছর কারাদণ্ড দাবি করেছিলেন। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর বার্সেলোনার এক নৈশ ক্লাবে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে আটক হওয়া আলভেজ এখন বিচারের সম্মুখীন। গত আগস্টে একজন তদন্তকারী বিচারক আলভেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে আলভেজের বিরুদ্ধে। বার্সেলোনার সাবেক ডিফেন্ডার আলভেজ যৌন নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। তাঁর দাবি, যা কিছু ঘটেছে মেয়েটির সম্মতির ভিত্তিতেই। প্রাথমিক তদন্তের পর গত জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার হন আলভেজ। এর পর থেকেই স্পেনের কারাগারে জীবন কাটছে আলভেজের। ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদালতের মাধ্যমে আলভেজের কাছে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো দাবি করেছেন কৌঁসুলিরা। এ ছাড়া আলভেজ ভুক্তভোগীর সঙ্গে আগামী ১০ বছর যোগাযোগ করতে পারবেন না এবং কারাবাস শেষে আলভেজকে আরও ১০ বছর নজরদারিতে রাখার আবেদনও করেছেন কৌঁসুলিরা।

জ্যাভলীন ছুড়ে রাজ্যে প্রথম ও গোটা দেশে পঞ্চম মোথাবাড়ির অজয় মণ্ডল

নাজমুস সাহাদাত● মোথাবাড়ি

আপনজ ডেস্ক: আবারও গোটা দেশজুড়ে সুনাম ছড়াল কালিয়াচকের। শিক্ষায় এগিয়ে থাকার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও রাজ্যে প্রথম ও দেশে পঞ্চম হয়ে একেবারে তাক লাগিয়ে দিল নার্সিং পড়ুয়া। এবারে কালিয়াচক দুই নম্বর ব্লকের মোথাবাড়ী পঞ্চানন্দপুরের হরিটোলা গঙ্গা নদী ভাঙ্গন এলাকার বাসিন্দা অজয় মণ্ডল তার বাবা মৃত যদুরাম মন্ডল ও মায়ের নাম নয়ন মন্ডল। সে একজন ছাত্র, এখনও চলছে তার পড়াশোনা আর তার মাঝেই দেশের সেরা হয়ে উঠল অজয় মন্ডল। অজয় পঞ্চানন্দপুর সুফিয়া হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর মালদা কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। এবং বর্তমানে তিনি হুগলির জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায় লক্ষ্মী নার্সিং ইনস্টিটিউট কলেজের ছাত্র। নার্সদের শক্তি ও ধৈর্য বৃদ্ধি করতে প্রতিবছর সারা দেশব্যাপী একটি কনফারেন্স ও খেলাধুলার আয়োজন করে নার্সেস এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। এই বছর ৩০ তম নার্সেস এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া কনফারেন্স এন্ড স্পোর্টস ২০২৩ প্রতিযোগিতা হয়। এই খেলায় জ্যাভলীনে নাম দেয় হুগলীর লক্ষ্মী নার্সিং ইনস্টিটিউট কলেজের অজয় মণ্ডল। এরপর সে ১০ই মে হাওড়ায় আয়োজিত খেলায় রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই খবর সোস্যালমিডিয়ায় ছড়াতেই শুরু হয়ে যায় প্রশংসার ঝড়। এত বড়ো এক সাফল্যলাভের শুভেচ্ছা জানাতে থাকে সকলেই। এই জ্যাভলীন প্রতিযোগিতায় নার্সিং ছাত্রদের নিয়ে জেলা রাজ্য ও দেশব্যাপী এই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। গত ২৮ ও ২৯ নভেম্বর দিল্লির ত্যাগরাজ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত খেলায় ৪০ মিটার জ্যাভলিনথ্রো করে গোটা দেশে পঞ্চম ও রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্যসহ জেলা ও গ্রামের সম্মান বৃদ্ধি করেছে মোথাবাড়ীর অজয় মন্ডল। অজয় এক পিছিয়ে পড়া গ্রাম থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হয়েও খেলাধুলার পাশাপাশি নার্সিং সেবাই এগিয়ে যেতে চাই। আজকে সে শুধু নিজের গ্রাম বা জেলায় নয় রাজ্য ছাড়িয়ে গোটা দেশের কাছে সেরা হয়ে উঠেছে অজয় মন্ডল। চারিদিক থেকে তাকে জানাতে ছুটে আসছে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আনন্দের জোয়ার এসেছে গোটা এলাকাজুড়ে। এদিন রবিবার দিল্লি থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলে গ্রামবাসীরা সবাই অজয়ের বাড়ি ছুটে আসে। অজয়ের বাবা যদুরাম মন্ডল ও মাতা নয়ন মন্ডল জানান, অজয় শুধু আমাদেরই গর্ব নয় সে এখন মালদা জেলার পাশাপাশি রাজ্যের ও গোটা দেশের গর্ব হয়ে উঠেছে। আমরা চাইব তাকে দেখে এলাকার সমস্ত ছেলে মেয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি এই খেলাধুলাতেও অনুপ্রাণিত হয় এবং দেশের নাম উজ্জ্বল করে। অজয় মন্ডল বলেন, আমি খেলাধুলার পাশাপাশি নার্সিং পেশায় থেকে সারা জীবন মানুষের সেবা করতে পারি। এই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

বিধানসভায় ভাঙড়ে স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ার দাবি তুললেন নওসাদ সিদ্দিকী

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে● কলকাতা

আপনজ ডেস্ক: বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের জন্য স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ার দাবি তুললেন নওসাদ সিদ্দিকী। ভাঙড়ের বিধায়ক ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রীর নিকটে এই দাবি পেশ করেন তিনি। এদিন বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের উল্লেখ পর্বে সংশ্লিষ্ট দফতরে মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসের কাছে স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরির বিষয়টি উত্থাপন করেন জনাব সিদ্দিকী। উল্লেখ্য ভাঙড়ের মনিরুল মোল্লা বেঙ্গালুরু এফসি-এর হয়ে ২০২৩ মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (ISL) খেলছেন। রাকিবুল মল্লিক ক্যালকাটা ফুটবল লিগে (CFL) ২০২৩ মরশুমে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। এছাড়াও ভাঙড়ে রয়েছেন শাহজাহান বুলবুল। যিনি প্যারা ব্যাডমিন্টনে রাজ্য স্তরে স্বর্ণপদক, জাতীয় স্তরে রৌপ্য পদক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী। রয়েছেন তহুরা খাতুন। দৌড় বিভাগে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে স্বর্ণপদক জয়ী তিনি। বক্সিংয়ে জাতীয় স্তরে স্বর্ণপদক জয়ী পিউ ঢালীও রয়েছেন। ভাঙড়ে মনিরুল-রাকিবুল-শাহজাহান-তহুরা-পিউদের মতো প্রতিভাবান ক্রিড়াবিদ থাকলেও নেই কোনো স্পোর্টস কমপ্লেক্স। প্রশিক্ষন নিতে তাই যেতে হয় কলকাতায়। বিধানসভা এলাকাতেই ভালো মাঠ হোক চাইছেন খেলোয়াড়রাও। তহুরার দাদা পেশায় শিক্ষক মীর আলমগীর হোসেন তার বোনসহ ভাঙড়ের খেলোয়াড়দের কথা এবং তাদের অসুবিধা বিধানসভায় তুলে ধরার জন্য বিধায়ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

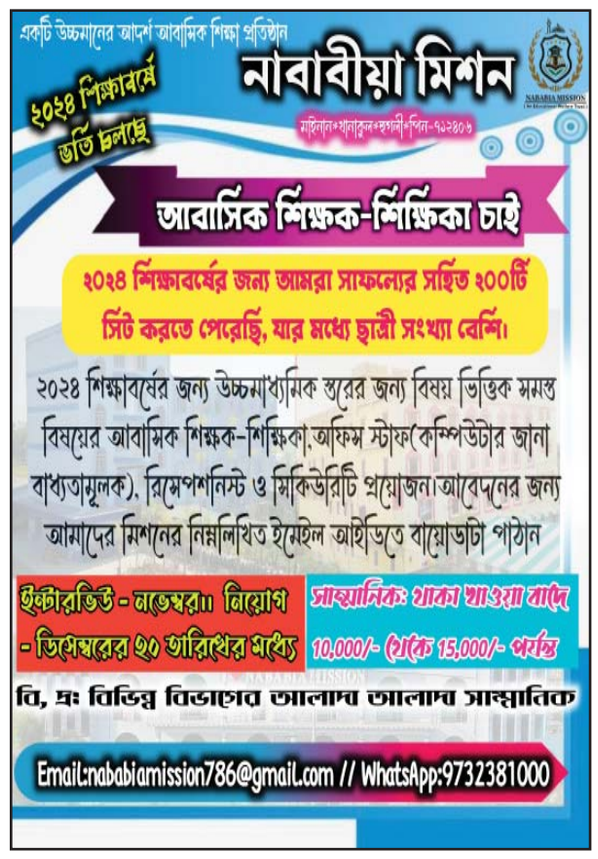

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**